প্রশ্ন ▶ ১ মি. তৌফিক একটি পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি প্রথমে কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়ত কোম্পানির পণ্য উৎপাদনের সহায়তার জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল]*

ক. শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্থায়নের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয় কখন? ১

খ. অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. তৌফিকের প্রথম সিদ্ধান্তটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মি. তৌফিকের কোম্পানির জন্য দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্থায়নের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয় ১৯৬০-এর দশকে।

খ অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হলো বিনিয়োগ বা ব্যয় সিদ্ধান্ত। কোন খাতে বিনিয়োগ করলে কম ঝুঁকিতে অধিক লাভ করা যাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে।

বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ বছরগুলোর নগদ প্রবাহ বের করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য নগদ প্রবাহ নির্ণয় করতে হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উৎপাদন ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে নগদ প্রবাহ নির্ধারণ করা হয়। আর এ কাজটি অর্থায়নে দুরূহ হওয়ায় বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি মূলত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

গ উদ্দীপকে মি. তৌফিকের গৃহীত প্রথম সিদ্ধান্তটি একটি আয় বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত।

সাধারণত তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বলে। অর্থায়ন সিদ্ধান্তের আওতায় তহবিল সংগ্রহের ভিন্ন উৎস নির্বাচন এবং এসব উৎসের সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করে অর্থায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

উদ্দীপকে মি. তৌফিক একটি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক। একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের উৎস নির্বাচন করা তার কাজ। তাই তিনি প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। মূলত বড় প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে মি. তৌফিকের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু উৎপাদনমুখী তাই এদের কার্যক্রমও বৃহৎ। আর এ বৃহৎ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করায় মি. তৌফিকের সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অর্থায়ন সিদ্ধান্ত।

ঘ উদ্দীপকে মি. তৌফিকের কোম্পানির জন্য দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি অর্থাৎ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কোন খাতে বিনিয়োগ করলে কম ঝুঁকিতে অধিক লাভ করা যাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে। একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পণ্য উৎপাদনে সহায়তার জন্য কম্পিউটার ক্রয় সিদ্ধান্ত একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

উদ্দীপকে মি. তৌফিক একজন উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য তিনি বাজারে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী একটি কম্পিউটার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন, যা প্রতিষ্ঠানটির জন্য ব্যয় বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

মি. তৌফিক প্রতিষ্ঠানের জন্য কম্পিউটার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন যা আশা করা হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনবে বা তা প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। তবে এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপক হিসেবে মি. তৌফিককে অনুমান করতে হবে কম্পিউটার ক্রয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও নগদ প্রবাহ কী পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং এ নগদ প্রবাহ কম্পিউটারটির ক্রয় মূল্যকে অতিক্রম করবে কিনা, আর এ সকল কাজই ভবিষ্যৎ নির্ভর হওয়ায় মি. তৌফিক তা অনুমানের ওপর নির্ভর করে নির্ধারণ করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই মি. তৌফিকের কোম্পানির জন্য বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি অধিক গুরুত্ব বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ২ রবিনের মৌচাক মার্কেটে একটি শাড়ির দোকান আছে। প্রচুর বিক্রির কারণে প্রতিদিনই সে ব্যাংকে টাকা রেখে আসে। এদিকে পণ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ক্রয়ের জন্য প্রায়ই তার তারল্য ঘাটতি দেখা দেয়। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; বগুড়া জিলা স্কুল; আতাতুর্ক মডেল হাই স্কুল, ফেনী]*

ক. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রধান উৎস কোনটি? ১

খ. বৈচিত্র্যায়নের নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রবিন কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রবিনের জন্য কারবারি অর্থায়নের গুরুত্ব কতটুকু তা মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণ একটি প্রধান উৎস।

খ ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সার্বিক বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাসের উপায়কে বৈচিত্র্যায়ন নীতি বলে।

বৈচিত্র্যায়ন নীতি দ্বারা একজন বিনিয়োগকারী সর্বদা বিপরীতধর্মী কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে, যা দ্বারা একটি বিনিয়োগ সম্পূর্ণ ঝুঁকিগ্রস্ত হলেও বিপরীতধর্মী বিনিয়োগটি সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করবে। এর দ্বারা বিনিয়োগকারীর মোট বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং কাঙ্ক্ষিত মুনাফা একটি আদর্শ হারে অর্জিত হয়। বিনিয়োগকারী একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে সে কোম্পানিটি পরবর্তীতে দেউলিয়া হতে পারে, তবে একাধিক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে সমস্ত কোম্পানির একসাথে দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর এ ধরনের ধারণা হতেই বৈচিত্র্যায়ন নীতির উৎপত্তি।

গ উদ্দীপকে রবিন অর্থায়নের তারল্য ও মুনাফা নীতি অনুসরণ করে তার সংঘটিত সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

তারল্য ও মুনাফা নীতি বলতে বোঝায় ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা যাতে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই

Scanned with CamScanner

কাম্যমাত্রায় বজায় থাকে। মুনাফার নীতি ও তারল্য নীতির মধ্যে একটি বিপরীতধর্মী সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদ্দীপকে রবিনের মৌচাক মার্কেটের একটি শাড়ির দোকান রয়েছে। প্রচুর বিক্রির কারণে প্রতিদিন তার দোকানের বিক্রয়লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ অংশই সে ব্যাংকে জমা রেখে আসে। অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ আয় রবিন ব্যাংকে বিনিয়োগ করেন। আর এ ধরনের বিনিয়োগ হতে মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়। তবে দোকানের পণ্যের অপ্রতুলতায় নতুন করে পণ্য ক্রয়ে প্রয়োজনীয় অর্থে তার তারল্য সংকুলানে ঘাটতি থাকে। মূলত বিক্রয় হতে ব্যবসায়ের চলতি ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আর যেহেতু রবিন বিক্রয়ের সমুদয় অর্থই ব্যাংকে বিনিয়োগ করেন সেহেতু তিনি ব্যবসায়ের চলতি ব্যয় নির্বাহে সমস্যায় পড়েন। উক্ত সমস্যা সমাধানে রবিনকে মুনাফার নীতি ও তারল্য নীতির সমন্বয়সাধন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ বিক্রয়ের সমুদয় অর্থ ব্যাংক হতে অতিরিক্ত মুনাফা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিনিয়োগ না করে চলতি ব্যয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ তারল্য হিসেবে রেখে বাকি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। এতে তার ব্যবসায়ের চলতি ব্যয় নির্বাহে যেমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না তেমনি রবিন ব্যবসায়ের জন্য অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনেও সক্ষম হবেন। তাই রবিন অর্থায়নের তারল্যও মুনাফার নীতি পূর্ণ অনুসরণ করে ব্যবসায়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

ঘ উদ্দীপকে রবিনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কারবারি অর্থায়নের গুরুত্ব সর্বাধিক।

সুচিন্তিত ও সুদক্ষ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার ব্যবহারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ কারবার অর্থায়নে পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হয়ে অর্থায়ন নীতিকে প্রয়োগ করে উদ্দেশ্য অর্জনই কারবারি অর্থায়নের প্রধান লক্ষ্য।

উদ্দীপকে রবিন মৌচাক মার্কেটের একজন শাড়ি ব্যবসায়ী। তার দোকানে বিক্রির পরিমাণ অত্যধিক। প্রচুর বিক্রির কারণে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সে ব্যাংকে রেখে আসে। অর্থাৎ রবিন ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ন্যূনতম কোনো অর্থ নগদ রাখে না। আর এ কারণেই পরবর্তীতে পণ্য ক্রয়ে তারল্য সংকটে ভোগে। এক্ষেত্রে রবিনের ব্যবসায়ে সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব লক্ষণীয়।

রবিন যদি অর্থায়নের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতেন তবে সুচিন্তিতভাবে অর্থায়নের সকল নীতিকে পর্যালোচনা করে তার ব্যবসায়ের উপযোগী নীতিকে গ্রহণ করতে পারতেন। এক্ষেত্রে তার ব্যবসায়ে পরিকল্পনামাফিক প্রত্যাশা অর্জন সম্ভব ছিল। উদ্দীপকে রবিন পণ্য ক্রয়ে মূলধন সংকটে কারবারি অর্থায়নের প্রয়োগ ঘটাতে পারতেন। তার প্রতিষ্ঠানে পণ্য ক্রয়ে তারল্য ঘাটতি হওয়ায় তা তার বিক্রয় প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। যা অর্থায়ন সম্পর্কে তার সুচারু জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অর্থাৎ রবিনের ব্যবসায়ে কারবারি অর্থায়নের অভাব লক্ষণীয়। সুতরাং ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে কারবারি অর্থায়ন তার সহায়ক হতো।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলাদেশ সরকারের একটি অর্থ ব্যবস্থাপনা আছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনেক খাতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এসব ব্যয়ের ফলে অনেক সময় অর্থের সংকটও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-পদ্মা সেতু নির্মাণ ব্যয়। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]*

ক. অর্থায়ন বিকাশের মূল চারণভূমি কোথায়? ১

খ. দেশে প্রতিবছর বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয় কেন? ২

গ. সরকার কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি অর্থায়নের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন বিকাশের মূল চারণভূমি যুক্তরাষ্ট্র।

খ দেশে প্রতিবছর রপ্তানির তুলনায় অধিক আমদানি হওয়ায় তা বাণিজ্য সমতাকে ভেঙে বাণিজ্য ঘাটতি সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ প্রধানত আমদানি নির্ভর দেশ। প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী, কাঁচামাল, মেশিনারিজ, ঔষধ, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ হতে আমদানি করা হয়। অপরপক্ষে বাংলাদেশ হতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি করা হচ্ছে। তবে রপ্তানি হতে আমদানি বেশি করতে হয় বলে প্রতিবছর বিরাট অঙ্কের বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। তবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ এ ঘাটতি পূরণে সহায়ক।

গ সরকারের কিছু আয়ের খাত রয়েছে সে সকল বিভিন্ন উৎস হতে সরকার অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

সরকারি অর্থায়ন বলতে সরকার কর্তৃক অর্থ সংগ্রহ, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় সাধনসহ যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলিকে বোঝায়। সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সমাজকল্যাণ। এ অর্থায়নে প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একটি অর্থ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। অর্থ ব্যবস্থাপনা বিভাগ মূলত অর্থ ব্যয়ের খাতকে চিহ্নিত করে অর্থ সংগ্রহের কাজ করে থাকে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে যখন সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় তখন সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সরকারি অর্থায়নের উৎসগুলো হতে অর্থের জোগান দিয়ে থাকে। সাধারণত বিভিন্ন আয়ের উৎস হিসেবে সরকার প্রাপ্ত আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, গিফট, ট্যাক্স, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সঞ্চয়পত্র ইস্যু, প্রাইজবন্ড, ট্রেজারি বিল বাজারে ছাড়া। দেশের জনগণকে বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরকার এ ধরনের আয় করে থাকে। তবে এ আয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তা সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা সামাজিক কল্যাণ। যা উদ্দীপকে সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণে ব্যয় করতে পারে।

ঘ দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি অর্থায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

সরকারি অর্থায়ন সমাজকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। দেশের অবকাঠামোগত বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত কারণে সরকারি অর্থায়ন হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের একটি অর্থ ব্যবস্থাপনা বিভাগের উল্লেখ রয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনেক খাতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হওয়ায় অর্থ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সর্বদা সরকারকে অর্থের উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে অর্থের জোগান নিশ্চিত করে। তবে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় অর্থের জোগানে সংকট সৃষ্টি হওয়ায় এ বিভাগও সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেখানে উদাহরণস্বরূপ পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয়কে উল্লেখ করা যায়।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে স্বাভাবিকভাবেই সরকারি হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত। সেক্ষেত্রে সরকার দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আয়ের উৎস সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীতে আবার দেশের উন্নয়নেই ব্যবহার করে। তবে সর্বদা কেবল চিহ্নিত আয়ের উৎস হতেই অর্থের সংকুলান সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফাও সরকারি অর্থায়ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সরকার প্রথমত নাগরিক সেবা প্রদান করে আয় করে পরবর্তীতে উক্ত আয় আবার সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দ্বিতীয়বারের মতো নাগরিক সেবা নিশ্চিত করে। আর এ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় জনকল্যাণই কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় তা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করে। সুতরাং উক্ত ভূমিকা বিশ্লেষণে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি অর্থায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব মাহমুদ একটি অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্কে তিনি সচেতন। এছাড়াও চলতি মূলধনের ওপর তিনি বেশি গুরুত্ব দেন এবং মূলধনের ব্যবস্থাপনা ছাড়াও অর্থায়নের সকল নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। *[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ; কুমিল্লা জিলা স্কুল]*

Scanned with CamScanner

ক. অর্থায়ন কী? ১
খ. সরকারি অর্থায়ন বলতে কী বোঝ? ২
গ. জনাব মাহমুদের নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা কোন ধরনের নীতি অন্তর্গত বর্ণনা করো। ৩
ঘ. জনাব মাহমুদ কেন চলতি মূলধনের ওপর গুরুত্ব দেন বর্ণনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহও ব্যবহার সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

খ সরকারের প্রেক্ষাপটে আয় এবং ব্যয় হিসাব করে কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে সরকারি অর্থায়ন বলে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারকে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন: রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল ইত্যাদির ব্যয় বহন করা। আবার সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করতে পারে। যেমন: আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি। সরকার তার আয় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অর্থায়ন করে সেটিই সরকারি অর্থায়ন।

গ জনাব মাহমুদ তারল্য এবং মুনাফা নীতির বিপরীত সম্পর্ক নিয়ে সচেতন।

হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ থাকাকেই তারল্য বলে। আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনকভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন সংক্রান্ত নীতিকে মুনাফা নীতি বলে।

তারল্য ও মুনাফা নীতির মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত তারল্য রক্ষা করতে গেলে বেশি মুনাফা নাও হতে পারে। আবার বেশি মুনাফা করতে গেলে তারল্য হারাতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব মাহমুদ একটি অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তিনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ এবং মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতন। তিনি তার চলতি মূলধনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন এবং ব্যবসায়ের অর্থায়নের সব নীতিমালা মেনে চলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, যদি তিনি তার ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা করতে চান তাহলে তিনি তারল্য সংকটে পড়বেন। আবার তিনি যদি অতিরিক্ত তারল্য রাখতে চান তাহলে তিনি বেশি মুনাফা করতে পারবেন না। সেজন্যই তিনি তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে সমন্বয় করেই তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

ঘ অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতি বিবেচনা করেই জনাব মাহমুদ চলতি মূলধনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন।

উপযুক্ততার নীতি অনুসারে স্বল্পমেয়াদি মূলধন দিয়ে চলতি মূলধন অর্থায়ন করা হয়। চলতি মূলধন বলতে মজুদ পণ্য দেনাদার ইত্যাদি বোঝায়। অর্থাৎ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য নিত্যনৈমিত্তিক যে খরচ করতে হয় সেগুলোই চলতি মূলধন। কাঁচামাল খরচ, শ্রমিকের বেতন, দোকান ভাড়া ইত্যাদি চলতি মূলধনের উদাহরণ।

উদ্দীপকে জনাব মাহমুদ একটি অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি চলতি মূলধনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। এছাড়াও তিনি মূলধন ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নের সকল নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করেন। তার ব্যবসায়ের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ততার নীতি মানতে গিয়ে তিনি চলতি মূলধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব মাহমুদ তার অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিচালনার জন্য চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা করেন। তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালানোর খরচ বেশি হবার কারণে তিনি চলতি মূলধনের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। চলতি ব্যয়সমূহ নির্বাহ করার জন্য তিনি বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে অর্থায়ন করেন। যেমন-বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাণিজ্যিক পত্র, ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম গ্রহণ করা ইত্যাদি। এর ফলে তার ব্যবসায়ের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় না। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায় সঠিকভাবে পরিচালনা এবং উপযুক্ততার নীতি অনুযায়ী জনাব মাহমুদ চলতি মূলধনের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রশ্ন ▶৫ পোশাক বিক্রেতা নাইমা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এসি ক্রয় করলেন বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য। তবে প্রত্যাশিত লাভ না হওয়ায় তিনি পুনরায় নগদ অর্থ দিয়ে কসমেটিকস পণ্য বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করলেন ও তা বিক্রয় করে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করলেন।

[এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা]

ক. তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে কী বলে? ১
খ. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২
গ. নাইমার ব্যাংক ঋণ নিয়ে এসি ক্রয় কোন নীতির অনুসরণ তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. কসমেটিকস বিক্রয়ের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নাইমা কোন নীতিমালা পালন করেছেন বলে তুমি মনে করো? ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে আয় সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বলে।

খ যে সকল প্রতিষ্ঠান মানবকল্যাণে বা দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত সে সকল প্রতিষ্ঠানকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে।

সকল প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয় না। এমন কিছু প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা রয়েছে যাদের প্রধান উদ্দেশ্য মানবকল্যাণে সেবা প্রদান করা। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অর্থ বা অর্থ সমতুল্য পণ্য বা সেবার প্রয়াজন, সেই সাথে প্রয়োজন অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনার। এক্ষেত্রে অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণ করা এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সেবামূলক উদ্দেশ্যকে সফল করা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাজ।

গ উদ্দীপকে নাইমার ব্যাংক ঋণ নিয়ে এসি ক্রয় করে উপযুক্ততার নীতি অনুসরণ করেছেন।

যে নীতি অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদি তহবিল দিয়ে চলতি মূলধন ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল দিয়ে স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করা হয় তাকে উপযুক্ততার নীতি বলে।

উদ্দীপকে নাইমা একজন পোষাক বিক্রেতা। তিনি তার পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য এসি স্থাপন করেছেন। তবে তিনি এজন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অর্থসংস্থান করেছেন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নাইমার দুই ধরনের মূলধন যথা: চলতি মূলধন ও স্থায়ী মূলধন প্রয়োজন পড়ে। ব্যবসায়ে এসি স্থাপনের জন্য তার অবশ্যই স্থায়ী মূলধন লাগবে। আর ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে অর্থসংস্থান করা দীর্ঘমেয়াদি তহবিলেরই একটি অংশ। যেহেতু তিনি দীর্ঘমেয়াদি তহবিল ব্যবহার করে স্থায়ী মূলধনের সংস্থান করেছেন সেহেতু তিনি অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতিটি অনুসরণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে কসমেটিকস বিক্রয়ের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নাইমা বৈচিত্রায়নের নীতি অনুসরণ করেছেন।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একই ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার পণ্য বিক্রয় করার নীতিকে বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলে।

উদ্দীপকে পোষাক বিক্রেতা নাইমা বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এসি স্থাপন করেন। এসি স্থাপনের পরও প্রত্যাশিত লাভ তিনি পাননি। তাই নগদ অর্থ দিয়ে কসমেটিকস পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। এতে তিনি পর্যাপ্ত বিক্রয় করে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করলেন।

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়ার কারণেই নাইমার ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাও ছিল অনিশ্চিত। প্রথমে তার প্রতিষ্ঠানে শুধু একটি পণ্য ছিল। একটি মাত্র পণ্য হওয়ার কারণেই এসি স্থাপন করেও বিক্রয় বৃদ্ধি করতে পারেননি। কেননা, একটি পণ্যের চাহিদা সব সময় থাকে না। পরবর্তীতে, পোষাকের পাশাপাশি কসমেটিকস পণ্য সরবরাহ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্রেতার চাহিদাও বেড়ে যায়। কেননা, একটি পণ্যের চাহিদার চেয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের চাহিদা অবশ্যই বেশি। ফলে তার ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এভাবে পণ্যের বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করতে তিনি অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতিটি অনুসরণ করেছেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব আকবর ময়মনসিংহ বাসাবাড়ি মার্কেটের একজন পাইকারি কাপড় বিক্রেতা। তিনি পবিত্র ঈদুল আযহা ও দুর্গা পূজা উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ থেকে কাপড় ও লুঙ্গি ক্রয় করেন। প্রত্যাশিত লাভ না হওয়ায় তিনি পুনরায় নগদ অর্থ দিয়ে শীতের মৌসুম ভিত্তিক কাপড় ক্রয় করে ও তা বিক্রয় করে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করেন।

[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা; সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা]

ক. জনকল্যাণ কোন অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য? ১

খ. ব্যবসায় অর্থায়নের প্রক্রিয়া এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. জনাব আকবর শীতবস্ত্র ক্রয়ে অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করেছেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ব্যবসায়িক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আকবরের পরিকল্পনার যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণ সরকারি অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য।

খ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য যে অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

অর্থায়নকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবসায়ীকে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করেও অধিক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। এ সকল কারণে ব্যবসায়ের অর্থায়ন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে জনাব আকবর শীতবস্ত্র ক্রয়ে অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করেছেন।

ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি হ্রাসের প্রক্রিয়াকে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতি বলে। এ নীতির মাধ্যমে একজন বিনিয়োগকারী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের মুনাফাকে নিশ্চিত করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব আকবর ঈদুল আযহা ও আসন্ন দুর্গাপূজাকে লক্ষ্য করে নারায়ণগঞ্জ থেকে পাইকারি হারে কাপড় ও লুঙ্গি ক্রয়ে করেন। তবে এর বিক্রয় হতে প্রত্যাশিত মুনাফা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। অর্থাৎ তার প্রত্যাশিত মুনাফার সাথে প্রকৃত বিক্রয় মুনাফার পার্থক্য থাকায় তার এক্ষেত্রে বিনিয়োগটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে তিনি এ ঝুঁকিকে কাম্যমাত্রায় নিয়ে আসার জন্য ও প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে পুনরায় শীতবস্ত্র ক্রয়ে অর্থ বিনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তিনি তার বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে একটি পণ্যে আবদ্ধ করে না রেখে তাতে নতুন পণ্য সংযোজন করেন। অর্থাৎ তিনি ব্যবসায়ে পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন ঘটিয়েছেন। যা অর্থায়নের কারবারের বৈচিত্র্যায়ন নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আকবর শীতবস্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে তার ব্যবসায়ে অর্থায়নের কারবারের বৈচিত্র্যায়ন নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে ব্যবসায়িক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে জনাব আকবরের পরিকল্পনাটি যথার্থই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ হতে সম্মিলিত আয়ের হারকে পোর্টফোলিও আয় বলে। পোর্টফোলিও আয়ের মাধ্যমে একটি বিনিয়োগের মুনাফা দ্বারা অন্য বিনিয়োগের ক্ষতি সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উদ্দীপকে জনাব আকবর ময়মনসিংহ বাসবাড়ি, মার্কেটের একজন পাইকারি ব্যবসায়ী। তিনি আসন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে তার ব্যবসায়ে পণ্য সমাহার ঘটালেও প্রত্যাশা অনুযায়ী মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে পরবর্তীতে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তিনি প্রতিষ্ঠানে শীতবস্ত্রেরও সমাগম ঘটান। তবে এ পদ্ধতি অবলম্বনে তিনি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা পুনরার্জনে সক্ষম হয়েছেন।

জনাব আকবর ব্যবসায়ে নতুন পণ্যের সংযোজন ঘটিয়ে ব্যবসায়ে বৈচিত্র্যায়ন নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। যা অর্থায়ন নীতির যথার্থ প্রতিস্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে জনাব আকবর ব্যবসায়ে পণ্য বৈচিত্র্যায়ন করায় ব্যবসায়ের সমগ্র আয়ের ঝুঁকি আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবে পূর্বে একটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় করায় তার মুনাফা অর্জন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফা কম হওয়ায় ব্যবসায়ের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য বৈচিত্র্যায়ন মূলত একটি পণ্যের লাভ দিয়ে অন্য পণ্যের ক্ষতি সময়য়ে সহায়ক। যা জনাব আকবরের শীতবস্ত্র সংযোজনে পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পণ্য বৈচিত্র্যায়নে পণ্যের মধ্যকার সম্পর্ক যত ঋণাত্মক হবে প্রতিষ্ঠানের আয় করার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পাবে এবং ঝুঁকিও তত কম হবে। তাই ঈদ ও পূজা উপলক্ষের পোশাকের সাথে শীতবস্ত্রের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই বেশি ভিন্নতাপূর্ণ হওয়ায় তা বৈচিত্র্যায়ন নীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছে। তাই ব্যবসায়িক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জনাব আকবরের পরিকল্পনা যৌক্তিকভাবেই সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ৭ আরিফ খান টেলিভিশনে বাজেট অধিবেশন যত্নসহকারে দেখলেন। তিনি সরকারি অর্থায়ন সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করেন এবং পারিবারিক অর্থায়নে প্রয়োগ করতে চাইলেন। তার পরিবারের একটি গাড়ি দরকার। তাই প্রয়োজনীয় টাকার যোগান দিতে তিনি বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ ও ঋণ সংগ্রহ করলেন। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ফিলগাঁও, ঢাকা]*

ক. সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. আরিফ খানের অর্থায়নের আলোকে পারিবারিক অর্থায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পারিবারিক ও সরকারি অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য আছে কী? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সমাজকল্যাণ।

খ অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

অর্থায়নকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থায়ন প্রক্রিয়া একজন ব্যবসায়ীকে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করেও অধিক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। এ সকল কারণেই ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে আরিফ খানের পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পারিবারিক অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনামাফিক পারিবারিক তহবিলের উৎস নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারই পারিবারিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া।

উদ্দীপকে আরিফ খান টেলিভিশনে বাজেট অধিবেশন যত্নসহকারে দেখলেন। তিনি এর মাধ্যমে সরকারি অর্থায়ন সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা নিলেন। তিনি এই ধারণা তার পরিবারের অর্থায়নের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। তিনি পরিবারের জন্য গাড়ির তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক অর্থের উৎস খুঁজে বের করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ ও ঋণ নিয়ে গাড়ির জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি পারিবারিক অর্থায়ন প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করার কারণেই পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পেরেছেন। পারিবারিক অর্থায়ন প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ না করলে হয়তো তার পরিবারের সদস্যদের জন্য গাড়ি কেনার তহবিল সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারতেন না। সুতরাং পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পারিবারিক অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় পারিবারিক ও সরকারি অর্থায়নের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পরিকল্পনামাফিক পারিবারিক তহবিলের উৎস নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার হলো পারিবারিক অর্থায়ন। অপরদিকে সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের উৎস নির্ধারণ ও তহবিল ব্যবস্থাপনাই হলো সরকারি অর্থায়ন।

Scanned with CamScanner

উদ্দীপকে আরিফ খান টেলিভিশনে বাজেট অধিবেশনের মাধ্যমে সরকারি অর্থায়ন সম্বন্ধে জানতে পারেন। পরবর্তীতে পরিবারের জন্য গাড়ি কেনার তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পারিবারিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন।

আরিফ খান যে সরকারি অর্থায়ন দেখেছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণ। অপরদিকে, আরিফ খানের পারিবারিক অর্থায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবারের সদস্যদের সর্বোচ্চ মঙ্গল সাধন। সরকারি অর্থায়নে প্রথমে ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করা হয় এবং পরবর্তীতে আয়ের খাত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পারিবারিক অর্থায়নে প্রথমে আয়ের উৎস নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সরকারি অর্থায়নে ঘাটতি বাজেট হতে পারে। পারিবারিক অর্থায়নে উদ্বৃত্ত বাজেট হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶৮ সিমা গ্রুপ একটি উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক জামাল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি অর্থের উৎস নির্ধারণ করেন, অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রতিষ্ঠানটি একটি সফল প্রতিষ্ঠান।

[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. অর্থায়ন কিসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে? ১

খ. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব জামাল কোন ধরনের কাজের সাথে জড়িত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সিমা গ্রুপের সফলতার কারণ কী বলে তুমি মনে করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন নগদ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ ব্যয় সিদ্ধান্তেরই অপর নাম হলো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী খরচের সিদ্ধান্তকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে। উদাহরণস্বরূপ, দর্জি দোকানের জন্য সেলাই মেশিন ক্রয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। আবার উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদনমুখী মেশিন ক্রয়, কারখানা নির্মাণের খরচ ইত্যাদিও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

গ উদ্দীপকে জনাব জামাল তার সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত।

আর্থিক ব্যবস্থাপকরা দু'ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে। আয় সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ তার মধ্যে একটি। আর সিদ্ধান্ত বলতে মূলত তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জামাল সিমা গ্রুপ নামক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি অর্থের উৎস নির্ধারণ করেন, অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন উৎস কিংবা স্থায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন উৎস উপযুক্ত তা নির্ধারণ করে থাকেন।

সাধারণত, আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ আয় সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণের দায় ও মালিকানা স্বত্বের কাঠামো নির্ধারণ করে থাকেন। কেননা, মূলধনের কোন অংশ কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা হবে তা আর্থিক ব্যবস্থাপকের আয় বা অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং জনাব জামাল অনুরূপ কার্যাবলির সাথে জড়িত বিধায় বলা যায় তিনি অর্থায়নের আয় সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত।

ঘ উদ্দীপকে সিমা গ্রুপের সফলতার কারণ হিসেবে সঠিক আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আমি মনে করি।

অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সঠিক অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবসায়িক বা প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করেও অধিক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে সিমা গ্রুপ একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক জামাল অর্থের উৎস নির্ধারণ করেন, অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ তিনি অর্থায়ন প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি একটি সফল প্রতিষ্ঠান।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিমা গ্রুপ কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। এই মুনাফা অর্জন করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থের সদ্ব্যবহার করে উৎপাদন খরচ ন্যূনতম রাখা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য সঠিক উৎস নির্ধারণ করে। কোন কোন উৎস হতে কী পরিমাণ অর্থায়ন করলে খরচ ন্যূনতম হবে তা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক জনাব জামাল নিশ্চিত করেন। যার ফলে স্বল্প বিনিয়োগ করেও প্রতিষ্ঠানটি অধিক মুনাফা অর্জন করছে। অর্থাৎ সঠিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহারের কারণেই সিমা গ্রুপ প্রতিষ্ঠানটি সফল।

প্রশ্ন ▶৯ রিফাত ও জুনায়েদ দুই বন্ধু। তারা দুজনেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ডিসেম্বর মাস শেষে রিফাতের ব্যবসায়ে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের জন্য বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। অন্যদিকে জুনায়েদ তার প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ৫০,০০০ টাকার একটি প্রাপ্যবিল তিস্তা ব্যাংকে বাট্টা করে।

[ক্যামারিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. ব্যয় সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জুনায়েদের প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয় থেকে অর্থায়নের কোন নীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে রিফাতের ঋণ গ্রহণ করা অর্থায়নের নীতির সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তহবিল সংগ্রহ এবং লাভজনক খাতে তা বিনিয়োগ করার প্রক্রিয়াকে অর্থায়ন বলে।

খ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকেই ব্যয় সিদ্ধান্ত বলে।

একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে দুই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার মধ্যে ব্যয় সিদ্ধান্ত একটি। কোনো খাতে বিনিয়োগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়াকেই ব্যয় সিদ্ধান্ত বলে। যেমন-কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য একটি মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটি ব্যয় সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। তবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বিক্রয় ও ব্যয় পূর্বানুমান করে বিশ্লেষণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে জুনায়েদের প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয় থেকে অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

অর্থায়নের নীতিমালার মধ্যে উপযুক্ততার নীতিটি অন্যতম। এই নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ে চলতি মূলধন অর্থায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস ব্যবহার করা হয়। চলতি মূলধনের মধ্যে কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি দোকান ভাড়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী মূলধন বলতে কোনো স্থাপনা ক্রয়, মেশিনারি ক্রয় ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয়কে বোঝায়।

উদ্দীপকের রিফাত ও জুনায়েদ দুই বন্ধু। তারা দুইজনই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। জুনায়েদ তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ৫০,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল তিস্তা ব্যাংক থেকে বাট্টা করেন। বিলটি বাট্টা করার অর্থ হচ্ছে জুনায়েদ জরুরি অর্থের প্রয়োজনে তিস্তা ব্যাংকের কাছে বিলটি কমিশনে বিক্রয় করেছে এবং বিলটি মেয়াদ পূর্ণ হলে তিস্তা ব্যাংক বিলটির টাকা সংগ্রহ করে নেবে। প্রাপ্য বিলগুলো সাধারণত স্বল্পমেয়াদের জন্যই হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ

Scanned with CamScanner

একটি স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন। আর কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়ও একটি চলতি মূলধন ব্যয়। সুতরাং জুনায়েদ চলতি মূলধন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস ব্যবহার করেছেন। যা উপযুক্ততার নীতির মূল কথা। সুতরাং জুনায়েদের প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয় করা থেকে আমরা উপযুক্ততার নীতির ধারণা পাই।

ঘ বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে রিফাতের ঋণ গ্রহণ করা অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি।

স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে অর্থায়ন করে চলতি ব্যয় নির্বাহ করা আর দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে অর্থায়ন করে স্থায়ী মূলধন ব্যয় নির্বাহ করাই উপযুক্ততার নীতির মূল কথা। স্থায়ী ব্যয় বলতে কারখানা, মেশিন, ভূমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করাকে বোঝায়। আর চলতি মূলধন ব্যয় বলতে শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামাল ক্রয়, দোকান ভাড়া ইত্যাদি ব্যয়কে বোঝায়।

উদ্দীপকে রিফাত ও জুনায়েদ দুই বন্ধু এবং তারা দুইজনই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ডিসেম্বর মাস শেষে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের জন্য রিফাতের কাছে যথেষ্ট অর্থ দিল। যথাসময়ে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করার জন্য রিফাত বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিনিয়োগ ব্যাংক সাধারণত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। আর শ্রমিকের মজুরি একটি চলতি ব্যয় হওয়ার কারণে রিফাতের সিদ্ধান্তটি উপযুক্ততার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি।

উপযুক্ততার নীতি অনুযায়ী রিফাতের উচিত ছিল স্বল্পমেয়াদি কোনো উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা, যেমনটি করেছে তার বন্ধু জুনায়েদ। দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে ঋণ নিয়ে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন মেটানো যায়। কিন্তু চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদে ঋণ গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠানের জন্য সেটি ব্যয়বহুল হয়। এ কারণেই উপযুক্ততার নীতি অনুসরণ করে রিফাতের অর্থায়ন করা উচিত ছিল, যা তিনি করেননি। তাই তার অর্থায়নের সিদ্ধান্তটি উযুক্ততার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব তামিম তার অবসর ভাতা দিয়ে একটি এতিমখানা গড়ে তোলেন। সমাজসেবক হিসেবে আরেকটি স্কুল গড়ে তোলার চিন্তা করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে তিনি অগ্রসর হতে পারছেন না।

[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. অর্থায়ন কী নিয়ে কাজ করে? ১

খ. কারবারে বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব তামিমের এতিমখানা কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব তামিম স্কুল গড়ে তোলার জন্য যে আর্থিক সংকটে পড়েন তা থেকে তিনি কীভাবে উত্তোরন করেন? বর্ণনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে।

খ ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ একটি পণ্যে বিনিয়োগ না করে একাধিক পণ্যে বিনিয়োগের ফলে ঝুঁকি বণ্টনের ব্যবস্থাকে পণ্য বৈচিত্র্যায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন বলে।

একজন ব্যবসায়ী কেবল একটি পণ্যের ব্যবসায় করলে তাতে সৃষ্ট ঝুঁকি দ্বারা সমুদয় বিনিয়োগই ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তাই একাধিক পণ্যে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করে বিনিয়োগকে সফল করা যায়। একটি পণ্যে বিনিয়োগ করলে সেই পণ্যটি বাজারে লোকসান করতে পারে কিন্তু সব পণ্যেরই এক সাথে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই একাধিক পণ্যে বিনিয়োগ করে ঝুঁকিকে বণ্টন করা যায়।

গ উদ্দীপকে জনাব তামিমের এতিমখানা একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

সমাজসেবার লক্ষ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেগুলোকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমাজসেবার জন্য গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে জনাব তামিম একজন সমাজসেবক। তিনি এতিম শিশুদের জন্য অবসর ভাতা দিয়ে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের এতিমদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অর্থাৎ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে জনাব তামিম এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি হতে তার মুনাফা অর্জনের কোনো প্রকার উদ্দেশ্য নেই। তাই জনাব তামিমের এতিমখানাটি একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

ঘ উদ্দীপকে জনাব তামিম স্কুলের প্রয়োজনীয় তহবিল সরকারি ও বেসরকারি অনুদান থেকে সংগ্রহ করে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলা করেন।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয়। তাই অধিকাংশ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব তামিম একটি স্কুল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। অর্থাৎ তার প্রচেষ্টা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের জন্য উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিলই মুখ্য তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জনাব তামিম অবসর ভাতা দিয়ে এতিমখানা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি স্কুলও গড়ে তুলতে চান, তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় তিনি প্রয়োজন মাফিক ঋণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হতে পারেন। এজন্য স্কুলের অর্থায়নের জন্য তিনি নিজস্ব তহবিল অর্থাৎ অবসর ভাতা ছাড়াও অনুদানের ওপর নির্ভর করেছেন। এসকল অনুদান সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের অনুদান হতে পারে। অর্থাৎ সরকার সমাজের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অনুদান করায় জনাব তামিম স্কুল প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶১১ হান্নান গ্রুপ সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনা করে একটি মৎস্য খামার প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০% এবং বাকি অংশ ঋণ নিয়ে মৎস্য খামার প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থসংস্থান এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানটি সফলতা পায়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. ব্যাংক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. হান্নান গ্রুপ ঋণ নিয়ে কোন ধরনের কার্যসম্পাদন করেছে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. হান্নান গ্রুপের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অর্থায়নের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক একটি মুনাফাভোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

খ যে অর্থায়নে আমদানি ও রপ্তানি খাতগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং কীভাবে বাণিজ্য ঘাটতি ব্যবস্থাপনা করা যায় তাকে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বলে।

একটি দেশের অর্থনীতিতে আমদানি-রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমদানি করলে দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যায় আর রপ্তানি করলে বাইরে থেকে অর্থ আসে। আমদানির চেয়ে রপ্তানি কম হলে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এগুলো ব্যবস্থাপনা করাই হলো আন্তর্জাতিক অর্থায়ন।

গ উদ্দীপকে হান্নান গ্রুপ ঋণ নিয়ে ব্যবসায় অর্থায়নের কার্যসম্পাদন করেছে।

ব্যবসায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অর্থায়ন। মূলধন গঠন করার জন্য অর্থায়ন করা হয় ব্যবসায়। এ অর্থায়ন ব্যবসায়ের মালিক নিজস্ব তহবিল থেকে করতে পারে আবার ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে করতে পারে। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করা হয়।

Scanned with CamScanner

উদ্দীপকে হান্নান গ্রুপ সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা চিন্তা করে একটি মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০% মূলধন নেয় এবং বাকিটা ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। এখানে কোম্পানিটি মূলধনের ৬০% ঋণ নিয়েছে তার মূলধন গঠনের জন্য। অর্থাৎ কোম্পানিটি তার ব্যবসায় পরিচালনা এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করেছে। সংজ্ঞানুসারে এই কাজটি ব্যবসায় অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ হান্নান গ্রুপের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অর্থায়ন বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যবসায় শুরু করার জন্য অর্থায়ন ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করতে পারে। যেমন কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল কেনা দরকার, কিন্তু তার কাছে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানটি কাঁচামাল না কিনতে পেরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই অর্থায়ন সুচিন্তিত ও সুদক্ষভাবে করা উচিত। অর্থায়ন সুচিন্তিত ও সুদক্ষ না হলে কোম্পানি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

উদ্দীপকে হান্নান গ্রুপ সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি একটি মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা চিন্তা করে। প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০% এবং বাকিটা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থসংস্থান এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সফলতা পায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির সফলতার পিছনে রয়েছে সুচিন্তিত এং সুদক্ষ অর্থায়ন। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানটি সফল হতে পারত না।

হান্নান গ্রুপের মৎস্য খামার প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ৬০% ঋণকৃত মূলধন দিয়ে। অর্থাৎ কোম্পানিটি ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করেছে। আবার পরবর্তী সময়ে পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করার জন্যও কোম্পানিটি অর্থায়ন করেছে এবং সফলতা পেয়েছে। মৎস্য খামার প্রকল্পটির সফলতার পেছনে রয়েছে অর্থায়নের ভূমিকা। কারণ যেমনটি উদ্দীপকে থেকে দেখা যায়। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ঋণ অর্থায়নের মাধ্যমে আবার চলছেও প্রতিটি পর্যায়ে অর্থসংস্থানের মাধ্যমে। সুতরাং অর্থসংস্থানকে প্রকল্পটির তথা হান্নান গ্রুপের মূল চালিকাশক্তি বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১২ হাসান একজন সমাজসেবক। তিনি অবসরের পর পেনশনের অর্থ দিয়ে এতিম শিশুদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিনামূল্যে শিশুদের খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। অর্থসংস্থানের জন্য তিনি বিভিন্ন উৎসের আশ্রয় নিলেন। ফলে তার প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]

ক. তারল্য কী? ১

খ. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝ? ২

গ. হাসান সাহেব কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বর্ণনা করো। ৩

ঘ. হাসান সাহেব কীভাবে স্কুলের অর্থায়ন করবেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো সম্পদ সহজে বিক্রি করে নগদে পরিণত করার ক্ষমতাকে তারল্য বলা হয়।

খ কোনো প্রকল্পের নগদ প্রবাহ ও ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগ করা বা না করাই হচ্ছে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলির মধ্যে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত অন্যতম। কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করা লাভজনক হবে কিনা সেটা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর লাভজনকতা বিচার করার জন্য প্রকল্পের আন্তঃপ্রবাহ, বহিঃপ্রবাহ, ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কোম্পানিকে ভবিষ্যতে বিক্রয়ের পরিমাণ ও সম্ভাব্য বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে হয়।

গ উদ্দীপকে হাসান সাহেব অব্যবসায়ী মানবকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

সমাজে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থাকে যেগুলো মানবকল্যাণে এবং বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং এগুলো মানবকল্যাণে কাজ করে।

উদ্দীপকে হাসান সাহেব একজন সমাজসেবক। তিনি তার অবসর গ্রহণের পর পেনশনের টাকা দিয়ে শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার স্কুলের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এই পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন শুধু মানবকল্যাণধর্মী কাজ করার জন্য। মুনাফার্জন করা তার কোনো উদ্দেশ্য নয়। হাসান সাহেব সম্পূর্ণ নিজের অর্থায়নে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরিচালনা করছেন। সুতরাং বলা যায়, হাসান সাহেব অব্যবসায়ী মানবকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

ঘ হাসান সাহেব বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন করতে পারেন।

অব্যবসায়ী মানবকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত অমুনাফিভিত্তিক হয়। তাই এগুলোর অর্থসংস্থান করা হয় এমনভাবে যেন সংগৃহীত অর্থের ওপর কোনো ধরনের সুদ বা মুনাফা না দিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রধান কাজ হচ্ছে অর্থ সংগ্রহের উৎস শনাক্ত করা এবং অর্থ সংগ্রহ করে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

উদ্দীপকে সমাজসেবক হাসান সাহেব তার পেনশনের টাকা দিয়ে শিশুদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানে শিশুদের বিনামূল্যে খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। সেটি করতে গিয়ে হাসান সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক সংকটে পড়ে। ফলে অর্থায়নের জন্য হাসান সাহেবের বিভিন্ন উৎসের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। তিনি এক্ষেত্রে অনুদান বা চাঁদা সংগ্রহ করতে পারেন সমাজের বিত্তশালীদের কাছ থেকে।

অর্থায়ন করার জন্য প্রথমেই হাসান সাহেবকে অর্থায়নের বিভিন্ন উৎস চিহ্নিত করতে হবে। যেমন: তিনি অনুদান নিতে পারেন কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। তিনি তার ইস্যুটি উপস্থাপন করলে অনুদান পেয়ে যাবেন এবং তার প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন হবে। এছাড়া তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ বা কোনো ধরনের ধার করতে পারেন না। কারণ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অর্থায়নের উৎস এগুলো নয়। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে তিনি চাঁদা অনুদান ইত্যাদি থেকে অর্থায়ন করেছেন এবং তার প্রতিষ্ঠান ভালো মতোই চলছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ নাইম, কামরুল ও আশরাফুল তিন বন্ধু Elegant স্টোর নামে একটি ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। তারা অংশীদারি ব্যবসায় এর ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন। এছাড়াও তারা চলতি মূলধনের ওপর বেশি জোর দেন।

[এম ই এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]

ক. অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. কারবার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. Elegant স্টোর কেন চলতি মূলধনের ওপর গুরুত্ব দেয় তা অর্থায়নের নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা কোন ধরনের নীতির অন্তর্গত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিকল্পনামাফিক তহবিলের উৎস নির্ধারণ করে তহবিল সংগ্রহ ও তার ব্যবহারকে অর্থায়ন বলে।

Scanned with CamScanner

ঘ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ।
কোথায় থেকে কী পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত অর্থ কোথায় বিনিয়োগ করতে হবে তার জন্য অর্থায়ন সম্পর্কে ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কম খরচে অর্থ সংগ্রহ করা যায় আর লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায় এর ফলে। এতে ঝুঁকি হ্রাস পায়, মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এজন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে Elegant স্টোর উপযুক্ততার নীতি অনুসারে চলতি মূলধনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে।
যে নীতি অনুসারে স্বল্পমেয়াদি তহবিল দিয়ে চলতি মূলধন ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল দিয়ে স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করা হয়, তাকে অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতি বলে।
উদ্দীপকে নাইম, কামরুল ও আশরাফুল তিন বন্ধু Elegant স্টোর নামে একটি ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। তারা উক্ত ব্যবসায়ের চলতি মূলধনের ওপর বেশি জোর দেন।
কারবারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসায়ের পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য Elegant স্টোরের চলতি মূলধনের প্রয়োজন। আবার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থায়ী মূলধন প্রয়োজন। অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতি অনুসারে চলতি মূলধনের পরিমাণ কম হয় বিধায় তা স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা উত্তম। এখানেও Elegant স্টোরের পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য চলতি মূলধনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। কেননা, দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে চলতি মূলধন সরবরাহ করা হলে খরচ বেড়ে যাবে। সুতরাং সর্বনিম্ন মূলধন ব্যয় নিশ্চিত করার জন্যই Elegant স্টোর উপযুক্ততার নীতি অনুযায়ী চলতি মূলধনের ওপর গুরুত্ব দেয়।

ঘ তারল্য বনাম মুনাফানীতি অনুসারে নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।
যে কোনো সম্পদ বিক্রয় করে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করার যোগ্যতাকে তারল্য বলে। আর বিনিয়োগের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থের প্রাপ্তিকে মুনাফা বলে।
উদ্দীপকে নাইম, কামরুল ও আশরাফুল তিন বন্ধু Elegant স্টোর নামে একটি ব্যবসায় পরিচালনা করেন। তারা অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন। এখানে নগদ অর্থ বলতে তারল্যকে বোঝানো হয়েছে। আর তারল্য বনাম মুনাফার মাঝে যে বিপরীত বা নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে তা বলা হয়েছে।
তারল্য বনাম মুনাফানীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে তারল্য ও মুনাফার মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। তারল্য বলতে তহবিলের ঐ অংশকে বোঝায়। যে অংশ নগদে হাতে রাখা হয়। সাধারণত দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করতে হাতে নগদ টাকা রাখা হয়। তহবিলের বাকি অংশ বিনিয়োগ করা হয় মুনাফা অর্জনের জন্য। যত বেশি বিনিয়োগ করা যায়, তত বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু বেশি বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠানের তারল্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ বেশি তারল্য রাখলে মুনাফা কম হয়। আবার বেশি বিনিয়োগ করলে কম তারল্য থাকে। এজন্যই উদ্দীপকে বলা হয়েছে নগদ টাকা ও মুনাফার সঙ্গে বিপরীত সম্পর্ক। তাই প্রতিষ্ঠানকে এদের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য মি. রোহানের অর্থের প্রয়োজন। তিনি নিজের বাড়ির গাছ বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করলেন। কিন্তু তা দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স লি. থেকে ঋণ গ্রহণ করলেন। *[কে. কে. গভ. ইনস্টিটিউশন, মুন্সীগঞ্জ]*

ক. এতিমখানা কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১
খ. অব্যবসায়ী অর্থায়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. রোহান কোন ধরনের অর্থায়নের সাথে জড়িত? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. মি. রোহানের বাড়ি নির্মাণের ঋণগ্রহণ কতটা যৌক্তিক? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এতিমখানা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

খ যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয় বরং জনকল্যাণ সাধন করা তাদেরকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে।
অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো মানবকল্যাণে বা দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মুনাফা অর্জন এদের উদ্দেশ্য নয়। সমাজের বিভিন্ন ধনাঢ্য মানুষের অনুদান বা চাঁদায় এ সকল প্রতিষ্ঠান চলে। বিভিন্ন পক্ষের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ এরা সেবামূলক কাজে ব্যবহার করে।

গ উদ্দীপকে মি. রোহান পারিবারিক অর্থায়নের সাথে জড়িত।
পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করে উপযুক্ত উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে তা কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে তার সিদ্ধান্তকে পারিবারিক অর্থায়ন বলে।
উদ্দীপকে মি. রোহান বাড়ি নির্মাণ করতে ইচ্ছুক। বাড়ি নির্মাণে তার অর্থের প্রয়োজন। গাছ বিক্রয় করে তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। বাকি অর্থ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স লি. থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। এখানে মি. রোহানের বাড়ি নির্মাণের সাথে সম্পূর্ণ পারিবারিক উদ্দেশ্য জড়িত। এমনকি তিনি পারিবারিক উৎস হতে বাড়ি নির্মাণের জন্য আংশিক অর্থের জোগানও দিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মি. রোহান পারিবারিক অর্থায়নের সাথে জড়িত।

ঘ বাড়ি নির্মাণের জন্য মি. রোহানের ঋণগ্রহণ পুরোপুরি যৌক্তিক।
পরিবারের স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য নিজস্ব তহবিল সব সময়ই যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাই আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ব্যক্তি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয়।
উদ্দীপকে মি. রোহান নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য নিজের বাড়ির গাছ বিক্রয় করে তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন, বাড়ি নির্মাণের জন্য এ তহবিল অপর্যাপ্ত। তাই তিনি হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স লি. থেকে ঋণগ্রহণ করেন।
একটি পরিবারে যেমন দৈনন্দিন খরচ করতে হয় ঠিক তেমনি স্থায়ী সম্পদের প্রয়োজন হয়। পরিবারের সদস্যদের কল্যাণের জন্য মি. রোহান একটি নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। পরিবারের দৈনন্দিন খরচসমূহ সাধারণত নিয়মিত আয়ের সাথে মিল রেখে করা হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী সম্পদ অর্জনের জন্য নিয়মিত আয় ও নিজস্ব তহবিল সব সময় পর্যাপ্ত হয় না। এজন্য বহিঃস্থ উৎস থেকে বাড়ি নির্মাণের জন্য মি. রোহান নিজস্ব তহবিল অপর্যাপ্ত থাকায় ঋণ গ্রহণ করেন। তাই সদস্যদের কল্যাণের জন্য মি. রোহানের ঋণগ্রহণ পুরোপুরি যৌক্তিক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সুমন, রাজন এবং আরও আটজন বন্ধু মিলে জামালপুর এন্টারপ্রাইজ নামে একটি ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করে। নিবন্ধিত হওয়ার পর জামালপুর এন্টারপ্রাইজ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি প্রকল্পে ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। ফলে বেশি সুবিধা পেয়েছে। *[জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. তারল্য কী? ১
খ. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝ? ২
গ. জামালপুর এন্টারপ্রাইজ কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জামালপুর এন্টারপ্রাইজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে বেশি সুবিধা পেয়েছে'— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো সম্পদ বিক্রয় করে দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তর করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

খ সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্তকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে।

Scanned with CamScanner

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক কাজে জড়িত। তার মধ্যে অন্যতম কাজ হলো তহবিল সংগ্রহ করা। তহবিল সংগ্রহের পর তা বিনিয়োগ করতে হয়। আর তহবিল বিনিয়োগের জন্য যে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাই বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

গ উদ্দীপকে জামালপুর এন্টারপ্রাইজ অংশীদারি সংগঠন।
কমপক্ষে ২ জন বা সর্বোচ্চ ২০ জন ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কারবার প্রতিষ্ঠা করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। উদ্দীপকে সুমন, রাজন এবং আরও আটজন বন্ধু মিলে জামালপুর এন্টারপ্রাইজ নামে একটি ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করে। নিবন্ধিত হওয়ার পর এটি ভিন্ন ভিন্ন তিনটি প্রকল্পে মোট ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। সুমন, রাজনসহ আরও আটজনের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি অংশীদারি সংগঠন। কারণ তাদের সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা ১০ জন যা অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। চুক্তি হচ্ছে এ ব্যবসায়ের মূলভিত্তি। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক, লিখিত ও নিবন্ধিত যে কোনো ধরনের হতে পারে। যদিও উদ্দীপকের জামালপুর এন্টারপ্রাইজের চুক্তিপত্রটি নিবন্ধিত। সুতরাং জামালপুর এন্টারপ্রাইজ অংশীদারি সংগঠন।

ঘ উদ্দীপকের জামালপুর এন্টারপ্রাইজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের কারণে বৈচিত্রায়নের সুবিধা পাবে।
অর্থায়নের যে নীতি অনুসারে কোম্পানি তার সম্পূর্ণ অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তাকে বৈচিত্রায়নের নীতি বলে। এতে ঝুঁকি হ্রাস পায়।
উদ্দীপকে সুমন, রাজন এবং আরও আটজনসহ মোট ১০ জন জামালপুর এন্টারপ্রাইজ নামে একটি অংশীদারি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। নিবন্ধিত হওয়ার পর এটি ভিন্ন ভিন্ন তিনটি প্রকল্পে মোট ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। এতে বৈচিত্রায়নের নীতির প্রয়োগ ঘটেছে। যা জামালপুর এন্টারপ্রাইজের ঝুঁকি হ্রাস করবে। উদ্দীপকের জামালপুর এন্টারপ্রাইজের মতো প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এতে ব্যবসায় নানামুখী ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য ঝুঁকি যতটুকু সম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করতে হয়। এ লক্ষ্যে জামালপুর এন্টারপ্রাইজ পণ্য, বিনিয়োগ প্রকল্প ও মূলধন সংগ্রহে বৈচিত্রায়ন করে থাকে। একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে যদি ঐ প্রকল্প অলাভজনক হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানকে বিশাল ক্ষতি বহন করতে হয়। এ জন্য একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। যাতে একটি প্রকল্পে ক্ষতি হলেও তা অন্য প্রকল্পের লাভ দিয়ে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। যা উদ্দীপকের জামালপুর এন্টারপ্রাইজ করেছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি ঝুঁকি হ্রাস করার সুবিধা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

	ক প্রতিষ্ঠান	খ প্রতিষ্ঠান
পণ্য—	মিনিপ্যাক শ্যাম্পু	বোতলজাত শ্যাম্পু মিনিপ্যাক শ্যাম্পু হারবাল শ্যাম্পু
মুনাফা/ক্ষতিভোগকারী—	মালিক একাই	সব মালিকের মধ্যে বণ্টিত হয়।

[রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. কিসের পর থেকেই উৎপাদন কৌশল জটিলতার হয়? ১
খ. একজন ব্যবসায়ীর কোন ধরনের জ্ঞান থাকলে পরিকল্পনা মাফিক স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থসংস্থান করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে অর্থায়ন করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উপরিউক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানটির ঝুঁকি কম বলে মনে হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই উৎপাদন কৌশল জটিলতর হয়।

খ বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক মুক্তবাজার ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের জন্য সরকারি, বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানেই অর্থায়ন বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে।
অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবসায়ীকে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। ফলে অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা সহজ হয়। অর্থাৎ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান থাকলেই পরিকল্পনা মাফিক স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সংস্থান করতে পারে।

গ উদ্দীপকে একমালিকানা 'ক' প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব মূলধন অথবা ঋণ উৎস ব্যবহার করে অর্থায়ন করতে পারে।
সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন হলো একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন এবং মুনাফা বা ক্ষতিও মালিক একাই ভোগ করে।
উদ্দীপকে 'ক' প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা ক্ষতি ভোগকারী মালিক একা হওয়ায় এটি একটি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান। ফলে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চলতি মূলধন মালিককেই ব্যবস্থা করতে হবে। তাই 'ক' প্রতিষ্ঠানের জন্য মালিক তার নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে অর্থায়ন করতে পারে। নিজস্ব তহবিল অপর্যাপ্ত হলে মালিকের মুনাফা, আত্মীয়স্বজন থেকে ঋণ, ব্যাংক অথবা গ্রাম্য মহাজন হতে ঋণ নিয়েও 'ক' প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন করা যেতে পারে। সুতরাং মালিকের নিজস্ব তহবিল বা উপরিউক্ত উৎসগুলো হতে ঋণ নিয়ে 'ক' প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়ন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'খ' প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়নের বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন নীতি অনুসরণ করায় এ প্রতিষ্ঠানটির ঝুঁকি কম।
কারবারের বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন নীতি অনুযায়ী পণ্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কারবারি পণ্য বা সেবা বৈচিত্র্যপূর্ণ রাখা হয়। এতে একটি পণ্য থেকে লোকসান হলেও অন্যটির লাভ দিয়ে তা সমন্বয় করে নেয়া যায়। উদ্দীপকে 'ক' প্রতিষ্ঠানটি একটি মাত্র পণ্য মিনিপ্যাক শ্যাম্পু, সরবরাহ করে। 'খ' প্রতিষ্ঠানটি তিনটি পণ্য সরবরাহ করে। অর্থাৎ 'খ' প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়নের ক্ষেত্রে কারবারের বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বণ্টনের নীতি অনুসরণ করেছে।
বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বণ্টনের নীতি অনুসরণ করায় 'খ' প্রতিষ্ঠানের লোকসানের সম্ভাবনা কম। কেননা, একটি পণ্য থেকে কম মুনাফা বা ক্ষতি হলেও অপর দুইটির মুনাফা দিয়ে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। ফলে প্রতিষ্ঠানের আয়ের অনিশ্চয়তা কম তাই ঝুঁকিও কম। আবার একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন 'ক' প্রতিষ্ঠান থেকে অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন 'খ' প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কম হবে। কেননা, অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন হওয়ায় ব্যবসায়ের ঝুঁকি সকল মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। সুতরাং দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'খ' প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কম।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মি. রফিক SSC পাস করার পর দারিদ্র্যের কারণে আর পড়াশোনা করতে পারেনি। অনেক চিন্তাভাবনা করে সে স্থানীয় বাজারে একটি মুদি দোকান দেয়। মুদি দোকানের ব্যবসায় ভালো হওয়ায় সে তার ব্যবসায় আরও সম্প্রসারণের কথা ভাবছে।

[নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বিদ্যালয় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১
খ. অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. রফিকের ব্যবসায় হিসেবে মুদি দোকান বেছে নেওয়ার কারণ কী? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে মি. রফিক কীভাবে তার প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দিতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

Scanned with CamScanner

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকেই বোঝায়।

প্রতিষ্ঠানের জন্য কাম্য মূলধন কাঠামো নির্ধারণ ও সংগৃহীত তহবিলের সুষ্ঠু বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবসায়ীকে স্বল্প ঝুঁকি বিনিয়োগ করেও অধিক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে মি. রফিক একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করার জন্যই ব্যবসায় হিসেবে মুদি দোকান বেছে নিয়েছেন।

এক ব্যক্তির মালিকানায় ও তার লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যবসায়কেই একমালিকানা ব্যবসায় বলে। কারবারি সংগঠন হিসেবে সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় সংগঠন হলো একমালিকানা সংগঠন।

উদ্দীপকে মি. রফিক SSC পাস করার পর দারিদ্র্যের কারণে আর পড়াশোনা করতে পারেনি। অনেক চিন্তাভাবনা করে সে স্থানীয় বাজারে একটি মুদি দোকান দেয়। কারবারি সংগঠন হিসেবে মুদি দোকান হলো একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন। স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে একমালিকানা প্রতিষ্ঠান মুদি ব্যবসা শুরু করেন। এছাড়াও তিনি ব্যবসায়ের মুনাফা বা ক্ষতি একাই ভোগ করে থাকেন। একই সাথে সার্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি একক দাবিদার হিসেবে বিবেচিত হন। সুতরাং উপরিউক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়ার জন্যই মি. রফিক ব্যবসায় হিসেবে মুদি দোকান বেছে নিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে মি. রফিক নিজস্ব মূলধন ও বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের জোগান দিতে পারে।

যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দুটি উৎস হতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করতে পারে। অভ্যন্তরীণ উৎস ও বাহ্যিক উৎস ব্যবহার করে সাধারণত যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থের জোগান দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. রফিক একজন স্বল্পশিক্ষিত বেকার যুবক। তাই তিনি চিন্তাভাবনা করে স্থানীয় বাজারে একটি মুদি দোকান দেন। যা একটি একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি তিনি প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন।

একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুদি দোকানের মালিক ও পরিচালক মি. রফিক নিজেই। প্রথমত, তিনি তার নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে অর্থের জোগান দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত তিনি বহিঃস্থ উৎস হতে ঋণ নিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করতে পারেন। তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদে অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মীম গ্রুপ বাংলাদেশের নামকরা একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি গাজীপুরে একটি নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করল।

[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া; বগুড়া জিলা স্কুল]

ক. ব্যাংক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝ? ২

গ. মীম গ্রুপের কারখানা স্থাপনের জন্য কোন ধরনের মূলধন প্রয়োজন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মীম গ্রুপের বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ কতখানি সঠিক হয়েছে বলে তুমি মনে করো? এই ঋণের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো মুনাফা ভিত্তিক আর্থিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

খ কোন খাতে বিনিয়োগ করলে কম ঝুঁকিতে অধিক মুনাফা অর্জন করা যাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে। বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের অপর নাম ব্যয় সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রত্যাশিত নগদ আগমন-নির্গমনের পরিকল্পনা সহজেই করা যায়। যার ফলে ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দর্জি দোকানের জন্য সেলাই মেশিন ক্রয় করা একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

গ উদ্দীপকে মীম গ্রুপের কারখানা স্থাপনের জন্য স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে যে মূলধন সরবরাহ করা হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। স্থায়ী মূলধন সাধারণত প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থায়ী সম্পত্তি অর্জনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মীম গ্রুপ বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি গাজীপুরে একটি নতুন কারখানা স্থাপনে আগ্রহী। নতুন কারখানা স্থাপন অবশ্যই মীম গ্রুপের জন্য একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। আর বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের প্রাপ্ত ফলাফল কেবলমাত্র একটি হিসাবকালের জন্য সংঘটিত হয় না। বরং অনেকদিন চলতে থাকবে। অন্যভাবে বলা যায়, নতুন কারখানা স্থাপনের খরচ প্রতিবছরই কিংবা প্রতিনিয়তই মীম গ্রুপকে করতে হবে না। যেহেতু নতুন কারখানা স্থাপন একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সেহেতু এ কাজের জন্য স্থায়ী ব্যয়ের প্রয়োজন। অর্থাৎ মেয়াদ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, মীম গ্রুপের নতুন কারখানা স্থাপনের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন তা নিশ্চিতভাবে স্থায়ী মূলধন।

ঘ উদ্দীপকে মীম গ্রুপের বিনিয়োগ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ পুরোপুরি সঠিক হয়েছে এবং এর প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান।

যে ব্যাংক নবগঠিত শেয়ারের অবলেখক ছাড়াও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ও পরামর্শক হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক ব্রিজ ফিন্যান্স, ডিবেঞ্চার ফিন্যান্সসহ অন্যান্য কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে মীম গ্রুপ গাজীপুরে নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন। স্থায়ী মূলধনের ঘাটতি পূরণে প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে।

বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে অর্থসংস্থান করে মীম গ্রুপ প্রতিষ্ঠানের তারল্য সংকটের সম্ভাবনা দূর করতে পারবে। আবার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হওয়ার কারণে মীম গ্রুপকে দ্রুত ঋণ পরিশোধ নিয়েও ভাবতে হবে না। প্রতিষ্ঠানটি তার মুনাফার অংশ দিয়েই ধীরে ধীরে এ ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক পরামর্শও মীম গ্রুপ বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে গ্রহণ করতে পারবে। সর্বোপরি বলা যায়, বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ মীম গ্রুপের জন্য সঠিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব হাসেম কুয়েতে একটি ফাস্টফুডের দোকানে পাঁচ বছর কাজ করেছেন। তার চাকরি জীবনের অর্জিত অর্থ দিয়ে নিজ দেশে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেওয়ার কথা ভাবছেন। এ জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন। দোকানটি চালু করার জন্য বিদেশ থেকে তার অর্জিত অর্থ, তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হতে অর্থ যোগাড় করেন। দোকান কর্মচারীর বেতন, দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল এরকম ছোট ছোট খরচ ছাড়াও বড় অঙ্কের খরচও তাকে করতে হবে, যেমন-একটি ফ্রিজ, কিছু আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি।

[ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]

ক. অর্থায়ন কী নিয়ে কাজ করে? ১

খ. কারবারের মুনাফা অর্জনে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. জনাব হাসেম তার প্রাপ্ত তহবিল কীভাবে ব্যবহার করলে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন? ৩

ঘ. জনাব হাসেমের ফাস্টফুডের দোকানটি লাভজনক করার জন্য কী ধরনের ব্যবসায় অর্থায়ন প্রয়োজন হবে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

Scanned with CamScanner

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে।

খ কারবারের মুনাফা অর্জনে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ কারণ অর্থায়ন ছাড়া কারবার চালানো সম্ভব নয়।

কারবারের উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা, কর্মচারীদের বেতন দেওয়া, পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা ইত্যাদি কাজে অর্থ প্রয়োজন। আবার কারবার প্রতিষ্ঠার সময় যন্ত্রপাতি, কারখানা এগুলো ক্রয় করার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। আর অর্থের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের উৎস চিহ্নিত করে অর্থ সংগ্রহ করাই যেহেতু অর্থায়ন, সেজন্যই অর্থায়ন কারবারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব হাসেম উপযুক্ততার নীতি অনুযায়ী তার প্রাপ্ত তহবিল ব্যবহার করলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন।

স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন দিয়ে ব্যবসায়ের চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটানো আর দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন দিয়ে ব্যবসায়ের স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করাটাই হলো উপযুক্ততার নীতি। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চলানোর জন্য প্রতিনিয়তই অর্থের প্রয়োজন হয় যেমন কাঁচামাল ক্রয় করা, শ্রমিকের বেতন দেয়া ইত্যাদি। এটিই চলতি মূলধন। আবার বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয় যেমন: আসবাবপত্র ক্রয়। এটি স্থায়ী মূলধন।

উদ্দীপকে জনাব হাসেম অনেকদিন কুয়েতে কাজ করার পর তার অর্জিত অর্থ দিয়ে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেয়ার কথা ভাবছেন। দোকানটিতে অর্থায়ন করার জন্য তিনি তার নিজের উপার্জিত অর্থ এবং একই সাথে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব হতে অর্থ যোগাড় করেন। দোকান শুরু করার জন্য তাকে দুই ধরনের ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। প্রথমত দোকানের কর্মচারীদের বেতন, দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি চলতি খরচ নির্বাহ করতে হবে। আবার কিছু স্থায়ী সম্পত্তিও ক্রয় করতে হবে যেমন-একটি ফ্রিজ, কিছু আসবাবপত্র ইত্যাদি। সুতরাং তিনি তার অর্থায়নকে চলতি ও স্থায়ী মূলধনে ভাগ করে নিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন এভাবে অর্থায়ন করাটাই উপযুক্ততার নীতির মূল কথা।

ঘ জনাব হাসেমের ফাস্টফুডের দোকানটি লাভজনক করার জন্য ব্যবসায় অর্থায়ন প্রয়োজন হবে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে গঠিত সংগঠনকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য যে অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

উদ্দীপকে জনাব হাসেম কুয়েতে একটি ফাস্টফুডের দোকানে কাজ করেন পাঁচ বছর। তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে তিনি নিজেই একটি ফাস্টফুডের দোকান দেয়ার চিন্তাভাবনা করছেন। তিনি ব্যবসায়টি প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থায়ন করেন নিজের উপার্জিত অর্থ এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার করে। নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে ব্যবসায় অর্থায়ন করেছেন সেটি ব্যবসায় অর্থায়নের মধ্যে পড়ে। অবশ্য তার স্থায়ী কিছু আসবাবপত্র কেনার জন্য স্থায়ী কিছু মূলধনের প্রয়োজন। যার জন্য তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারতেন।

জনাব হাসেম একটি একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করছেন। এ ব্যবসায় থেকে যাবতীয় লাভ বা ক্ষতি পুরোপুরি তাকেই বহন করতে হবে। তিনি অর্থায়ন করার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার পাশাপাশি তার ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণ নেয়া প্রয়োজন। কারণ তাকে বড় অঙ্কের কিছু খরচও করতে হবে যেমন ফ্রিজ ক্রয় কিছু আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি। এসব অর্থায়নের জন্য উপযুক্ততার নীতি অনুযায়ী তার ব্যাংক থেকে একমালিকানা ব্যবসায়ের জন্য প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদে ঋণ নেয়া উচিত। সুতরাং বলা যায়, জনাব হাসেমের ব্যবসায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদে একমালিকানা ব্যবসায় অর্থায়ন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ২০ মিজান সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর একটি ঔষধের দোকান দিয়েছেন। নিজের অবসরের প্রাপ্ত কিছু টাকা ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। তিনি আশা করছেন ব্যবসায়ে ভালো করতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে উৎপাদনকারী ব্যবসায় খুলবেন। *[কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. সরকারি অর্থায়ন কী? ১

খ. তারল্য বনাম মুনাফা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মিজান সাহেবের স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের উৎস কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মিজান সাহেবের একাধিক ব্যবসায় সম্প্রসারণের নীতিটি সমর্থনযোগ্য'— মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থাপনাকে সরকারি অর্থায়ন বলে।

খ অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে মুনাফা ও তারল্য নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে কী পরিমাণ নগদ অর্থ থাকবে তার দেনা পরিশোধ করার জন্য তা তারল্য নীতি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। আর একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য কী পরিমাণ মুনাফা উপার্জন করতে হবে সে সংক্রান্ত নীতিকে মুনাফানীতি বলে। তারল্য এবং মুনাফানীতির মধ্যে একটু বিরোধ আছে। তারল্য বেশি রক্ষা করতে গেলে মুনাফা কমে যেতে পারে। আবার মুনাফা বেশি করার জন্য বেশি করে বিনিয়োগ করলে তারল্য কমে যেতে পারে। এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই মূলত তারল্য বনাম মুনাফা নীতি।

গ মিজান সাহেবের স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের উৎস হলো বিক্রেতা থেকে বাকিতে ঔষধ ক্রয়।

স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়ন বলতে বোঝায় কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন না করেও অর্থায়নের সুবিধা ভোগ করা। কোনো ব্যবসায়ী যদি তার ব্যবসায়ের জন্য পণ্য ক্রয় করতে চান তিনি বিভিন্নভাবেই অর্থায়ন করতে পারেন। যেমন: ঋণ নিয়ে অথবা বিক্রেতার কাছ থেকে বাকিতে ক্রয় করে। ঋণ নিলে সুদ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বাকিতে ক্রয় করলে কোনো সুদ বা চার্জ পরিশোধ করতে হবে না। তারপরও তিনি নগদ অর্থ ছাড়াই ক্রয় করতে পারবেন।

উদ্দীপকে মিজান সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি একটি ঔষধের দোকান দেন। তার অবসরপ্রাপ্ত কিছু টাকা এবং বন্ধুবান্ধবের থেকে ধার করে নিয়ে তিনি তার দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। দোকান পরিচালনা সংক্রান্ত তার যে খরচ সেটা নির্বাহ করার জন্যও তার অর্থায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মিজান সাহেব স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের উৎস হিসেবে বাকিতে ঔষধ ক্রয় করেন এবং বিক্রি করে। বাকির টাকা সুবিধামতো সময়ে পরিশোধ করেন। এই পদ্ধতিতে তাকে অর্থায়নের জন্য বাড়তি কোনো ধরনের সুদ বা চার্জ পরিশোধ করতে হয় না।

ঘ আমার মতে ব্যবসায় বৈচিত্রায়নের নীতি অনুযায়ী মিজান সাহেবের একাধিক ব্যবসায় সম্প্রসারণের নীতিটি সমর্থনযোগ্য।

বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে কারবারি পণ্য বা সেবা বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে কারবারের ঝুঁকি বণ্টিত হয় এবং কমে যায়। বৈচিত্রায়ন বলতে বোঝায় শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে কয়েকটি ব্যবসায়ে একই সাথে বিনিয়োগ করা। এতে করে ঝুঁকি কমে যায়। কারণ কোনো কারণে যদি একটি ব্যবসায় ক্ষতি হয় তাহলে অন্য ব্যবসায়ের লাভ দিয়ে সেটাকে পুষিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু শুধু একটি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে সেটি সম্ভব হয় না।

Scanned with CamScanner

উদ্দীপকে মিজান সাহেব সরকারি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর একটি ঔষধের দোকান দিয়েছেন। দোকানটির অর্থায়ন করার জন্য তিনি নিজের অবসরকালে প্রাপ্ত টাকা এবং আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে ধার করা টাকা ব্যবহার করেছেন। তিনি চলতি মূলধনের অর্থায়নের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের উৎস ব্যবহার করেছেন। তিনি আশা করছেন ঔষধের ব্যবসায়ে তিনি ভালো করবেন এবং ভবিষ্যতে উৎপাদনকারী ব্যবসায় খুলবেন। এখানে তার এই চিন্তাটি সমর্থনযোগ্য, কারণ তিনি বৈচিত্রায়নের কথা চিন্তা করেছেন।

মিজান সাহেবের ঔষধের দোকানে যদি কোনো কারণে লোকসান হয় তাহলে তিনি অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। কিন্তু তিনি যদি তার ব্যবসায়ের বৈচিত্রায়ন নিয়ে এসে উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করেন, তাহলে ঔষধের দোকানে লোকসান করলেও তিনি উৎপাদনকারী ব্যবসায়ের লাভ থেকে সেটি পুষিয়ে নিতে পারবেন।

এটিই বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন করার সুবিধা। সুতরাং বলা যায়, মিজান সাহেবের একাধিক ব্যবসায় বিনিয়োগের নীতিটি সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব আরাফাত রহমান একজন ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী। ব্যবসা শুরু করার পূর্বে তিনি তার নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। এছাড়া তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রূপালি মর্ডান ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় করেন।

[ইবনে তাহমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]

ক. অবণ্টিত মুনাফা কোন ধরনের তহবিল? ১

খ. স্বল্পমেয়াদি তহবিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আরাফাত রহমান ব্যাংক থেকে কোন ধরনের ঋণ গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্য আরাফাত রহমান কী কী নীতি অবলম্বন করেন বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবণ্টিত মুনাফা অভ্যন্তরীণ মুনাফাভিত্তিক তহবিল।

খ চলতি সম্পদ সংগ্রহের জন্য যে তহবিল প্রয়োজন হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি তহবিল বলে।

ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু ব্যয় করতে হয়। যেগুলোর কার্যকারিতা ১ বছর বা তার চেয়ে কম। যেমন পণ্য ক্রয়, বেতন প্রদান ইত্যাদি। এ সকল ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যবসায়ী যে উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে তাকেই স্বল্পমেয়াদি তহবিল বলে। স্বল্পমেয়াদি তহবিল মূলত চলতি মূলধন সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব আরাফাত রহমান ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেছেন।

স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলে।

উদ্দীপকে জনাব আরাফাত একজন ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী। ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে তিনি নিজস্ব অর্থায়নে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য রূপালি মর্ডান ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় করেন। তার ক্রয়কৃত সরঞ্জাম অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ধরে ব্যবসায়ে সুবিধা প্রদান করবে। যা দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বৈশিষ্ট্য। কারণ স্থায়ী সম্পদ ক্রয়েই শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উদ্দীপকে জনাব আরাফাত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের আরাফাত রহমান ব্যবসায় সফল হওয়ার জন্য অর্থায়নের বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করবেন।

অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা বলতে প্রয়োজনমাফিক তহবিল সংগ্রহ, তহবিল বিনিয়োগ ও বণ্টন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বোঝায়।

উদ্দীপকে জনাব আরাফাত রহমান একজন ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী। সে নিজস্ব অর্থে ও রূপালি মর্ডান ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ের বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় করেন। উক্ত ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনার জন্য তার কিছু নীতি মেনে চলা উচিত। যেমন-তারল্য বনাম মুনাফা নীতি, উপযুক্ততার নীতি, বৈচিত্র্যায়নের নীতি।

মোট তহবিলের কত অংশ বিনিয়োগ করবে আর কত অংশ দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে হাতে রাখবেন, তার জন্য তারল্য বনাম মুনাফার নীতি মানতে হবে আরাফাতকে। এর ফলে তিনি মুনাফা ও তারল্যের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। অন্যদিকে চলতি সম্পদ ক্রয়ে স্বল্পমেয়াদি উৎস আর স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ে দীর্ঘমেয়াদি উৎস ব্যবহার করে তিনি উপযুক্ততার নীতি মেনে চলবেন। সর্বশেষে বৈচিত্র্যায়নের নীতি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের বৈচিত্র্যতা আনয়নের মাধ্যমে মেনে চলবেন। আর এভাবেই উদ্দীপকের আরাফাত ব্যবসায়ে সফল হতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব রমিজ একজন ফাস্টফুড দোকানের মালিক। ২০০১ সাল থেকে তিনি এই ব্যবসার সাথে জড়িত। তখন তার দোকানে কোনো রেফ্রিজারেটর ছিল না। তখন তার মুনাফা হতো গড়ে বছরে ১,২০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। ২০০৫ সালে তিনি তার দোকানের জন্য একটি রেফ্রিজারেটর কিনেছিলেন। এতে তিনি কোমল পানীয় ও মিষ্টি জাতীয় খাবার রাখতে পারছেন। ফলে তার বার্ষিক আয় পূর্বের তুলনায় ৫০% বেড়ে গেল এবং তার দোকানে ক্রেতাও বেড়ে গেল। এ অবস্থায় তিনি ভাবছেন তার দোকান যদি সম্প্রসারণ করে আরও ২টি রেফ্রিজারেটরের জন্য বিনিয়োগ করা হয়, তাহলে তার আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। *[ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. আর্থিক ব্যবস্থাপকরা কয় ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে? ১

খ. অর্থায়ন সিদ্ধান্ত কীভাবে হয়ে থাকে? ২

গ. জনাব রমিজের ২টি রেফ্রিজারেটরে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাকে কী কী বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে? ৩

ঘ. রেফ্রিজারেটর ২টি ক্রয়ের ব্যাপারে জনাব রমিজকে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কী কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্থিক ব্যবস্থাপকেরা দুই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে।

খ অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বলতে মূলত একটি কোম্পানির মূলধন তহবিল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্তকে বোঝায়।

অর্থায়ন সিদ্ধান্তের আওতায় তহবিল সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উৎস নির্বাচন এবং এসবের সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করে অর্থায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি অর্থের প্রয়োজনে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে আর স্বল্পমেয়াদি অর্থের প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়াও মালিকপক্ষ নিজে থেকে অর্থ সরবরাহ বা শেয়ার বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব রমিজের ২টি রেফ্রিজারেটরে বিনিয়োগ করার জন্য অর্থায়ন ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বিবেচনায় আনতে হবে।

ব্যবসায়ে কোন উৎস থেকে সহজে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে সেটি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বলে। আর কোন ক্ষেত্রে সেই অর্থ বিনিয়োগ করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে। একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক সাধারণত এই দুই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েই কাজ করেন এবং উভয় সিদ্ধান্তই সমানভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে জনাব রমিজ একজন ফাস্টফুড দোকানের মালিক। ২০০১ সাল থেকে তিনি এই ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। শুরুতে তার দোকানে কোনো রেফ্রিজারেটর ছিল না। পরে তিনি একটি রেফ্রিজারেটর

Scanned with CamScanner

কেনেন। ফলে তার মুনাফা ৫০% বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও ২টি নতুন রেফ্রিজারেটর কেনার চিন্তাভাবনা করছেন। এক্ষেত্রে তার চিন্তা করতে হবে এই রেফ্রিজারেটর কেনা তার জন্য লাভজনক হবে কিনা। আবার এই রেফ্রিজারেটর কেনার জন্য অর্থসংস্থান কোথা থেকে করলে সবচেয়ে ভালো হবে সেটিও চিন্তা করতে হবে জনাব রমিজকে। রেফ্রিজারেটর কেনা লাভজনক না হলে কিংবা সহজে অর্থায়ন করা না গেলে তিনি সেখানে বিনিয়োগ করবেন না। সুতরাং বলা যায়, জনাব রমিজকে তার প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে রেফ্রিজারেটর কেনার সময় বিনিয়োগের লাভজনকতা এবং অর্থায়নের সহজলভ্যতা এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

ঘ অর্থায়ন ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ছাড়াও জনাব রমিজকে অন্যান্য সিদ্ধান্ত যেমন চলতি মূলধন, তারল্য বজায় এবং তহবিলের উৎসের খরচ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ব্যবসায় সাফল্য নির্ভর করে আর্থিক ব্যবস্থাপকের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর। অর্থায়ন ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথে একজন উদ্যোক্তা চলতি মূলধন, তারল্য বজায় এবং সংগৃহীত তহবিলের খরচ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

চলতি মূলধন বলতে বোঝায় ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিনিয়ত যে অর্থের প্রয়োজন হয়। চলতি মূলধন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য যে উৎস থেকে ঋণ নেয়া হয় তাদেরকে নিয়মিত তাদের প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ সুদ প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব রমিজ একজন ফাস্টফুড ব্যবসায়ী। তার দোকানে শুরুতে কোনো রেফ্রিজারেটর ছিল না। তিনি ২০০৫ সালে একটি রেফ্রিজারেটর কেনেন। ফলে তার মুনাফা ৫০% বেড়ে যায়। তিনি আরও দুটি রেফ্রিজারেটর কেনার কথা চিন্তা করছেন। আরও দুটি রেফ্রিজারেটর কিনলে হয়তো তার মুনাফা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এক্ষেত্রে জনাব রমিজ সাহেবকে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন সিদ্ধান্ত তো নিতে হবেই পাশাপাশি তাকে চলতি মূলধন, নগদ টাকা, এবং অর্থ সরবরাহকারীদের প্রাপ্য সুদ ইত্যাদি সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে।

জনাব রমিজ যদি অর্থায়ন করে রেফ্রিজারেটরে বিনিয়োগ করেন তাহলেই যে তার মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এমন না। বরং তাকে চলতি মূলধন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেক ভালোভাবে নিতে হবে। আবার তার ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য কতটুকু নগদ টাকা তার হাতে রাখতে হবে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনাব রমিজ যে উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন রেফ্রিজারেটর কেনার জন্য তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে হবে। সুতরাং বলা যায়, জনাব রমিজকে তার বিনিয়োগ ও অর্থায়ন সিদ্ধান্তের পাশাপাশি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তসমূহ নিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব জয়নাল একজন বই বিক্রেতা। তিনি স্কুল কলেজের পাঠ্যবই বিক্রয়ের পাশাপাশি জনপ্রিয় লেখকদের উপন্যাস, গল্পের বই, বিভিন্ন ধর্মীয় বই বিক্রয় করেন। ফলে ক্রেতারা তার দোকানে ভিড় করে। শুধুমাত্র পাঠ্যবই বিক্রয়কে তিনি ঝুঁকিবহুল মনে করেন। এজন্য পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বইও বিক্রয় করেন।

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]

ক. কখন আধুনিক অর্থায়নের যাত্রা শুরু হয়? ১

খ. উপযুক্ততার নীতি বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ লেখো। ২

গ. ব্যবসায় অর্থায়নে জনাব জয়নাল কোন নীতি অনুসরণ করেছেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব জয়নালের এরূপ নীতি অনুসরণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬০-এর দশকে আধুনিক অর্থায়নের যাত্রা শুরু হয়।

খ ব্যবসায়ের উপযোগী তথা চলতি মূলধন স্বল্পমেয়াদি উৎস এবং স্থায়ী মূলধন দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহের নীতিকে উপযুক্ততার নীতি বলে।

উপযুক্ততার নীতি অনুসারে ব্যবসায়ের যেসব ব্যয় নিয়মিত হয় সেগুলো স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা হয় এবং বিভিন্ন স্থায়ী ব্যয় যেমন- মেশিন ক্রয়, দালানকোঠা নির্মাণ প্রভৃতি ব্যয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ দীর্ঘমেয়াদি অর্থ প্রদান করে। ব্যবসায়ের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহে যদি দীর্ঘমেয়াদি অর্থ প্রদান করে। ব্যবসায়ের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহে যদি দীর্ঘমেয়াদি উৎস ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের দায়ও বেড়ে যায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপযুক্ততার নীতি অনুসরণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে ব্যবসায় অর্থায়নে জনাব জয়নাল বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন নীতি অনুসরণ করেছেন।

বৈচিত্রায়নের নীতি বলতে বোঝায় ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করবে যাতে ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

উদ্দীপকে জনাব জয়নাল একজন বই বিক্রেতা। তিনি তার বিক্রয় কেন্দ্রে স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই বিক্রয়ের পাশাপাশি জনপ্রিয় লেখকদের উপন্যাস, গল্পের বই এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বইও বিক্রয় করেন। অর্থাৎ জনাব জয়নাল কেবল একটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন না, তার বিক্রয় বাজারের প্রকৃত ক্রেতা কেবল এক ধরনের নয়। জনাব জয়নাল তার ব্যবসায়ে পাঠ্য বই বিক্রয়ের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের, উপন্যাস বিক্রয়ের মাধ্যমে উপন্যাস প্রেমী ক্রেতাদের এবং গল্পের বই ও ধর্মীয় বই বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতাদের পর্যায় আলাদা করেছেন। যার প্রকৃত ফল তার বিক্রয়কেন্দ্রে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। একই সাথে বেড়েছে বিক্রী এবং অর্জিত হয়েছে মুনাফা। অর্থাৎ জনাব জয়নাল কেবল এক ধরনের ক্রেতাদের ওপর ভরসা করে ব্যবসায় পরিচালনা না করে তা বিভিন্ন সেক্টরের ক্রেতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন যা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের বৈচিত্রায়নের নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব জয়নাল ব্যবসায় অর্থায়নে বৈচিত্রায়নের নীতি অনুসরণ করেছেন।

ঘ জনাব জয়নালের ব্যবসায় অর্থায়নে বৈচিত্রায়নের নীতি অনুসরণ যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায় অর্থায়নে বৈচিত্রায়নের নীতি ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে বিনিয়োগের মুনাফাকে নিশ্চিত করে। একাধিক খাতে বিনিয়োগের ফলে ঝুঁকি বণ্টিত হয় যার মাধ্যমে সার্বিকভাবেই বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে জনাব জয়নাল বই বিক্রেতা হিসেবে কেবল পাঠ্য বই বিক্রয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে উপন্যাস, গল্পের বই ও ধর্মীয় বই বিক্রি করেন। তিনি একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন যা দ্বারা সর্বমোট বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।

জনাব জয়নালের বই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধু পাঠ্য বই বিক্রি করলে বছরে একটি সময় এ বইয়ের বিক্রি বেশি হলেও অন্যান্য সময় এর বিক্রয় নেই বললেই চলে। তবে উপন্যাস, গল্পের বই এবং ধর্মীয় বইয়ের ক্রেতা বছরের সব সময়ই থাকে। তাই যখন পাঠ্য বইয়ের বিক্রয় কমে যাবে তখন জনাব জয়নাল অন্যান্য ধরনের বইয়ের বিক্রি দিয়ে তা পুষিয়ে নিতে পারবেন। অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবসায়িক পণ্য হওয়ায় তিনি ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে হ্রাস করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং মুনাফাও অর্জন করছেন। তাই জনাব জয়নালের ব্যবসায় বৈচিত্রায়নের নীতি গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আব্বাস একজন স্বল্পশিক্ষিত যুবক। সে তার বাড়ির কাছে থানা সদরে একটি মুদির দোকান দেয়। কঠোর পরিশ্রম আর সততার দ্বারা সে তার প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। বর্তমানে সে তার প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারণের কথা ভাবছে। *[সেন্ট গ্রাসিডস্ হাই স্কুল, চট্টগ্রাম; মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*

Scanned with CamScanner

ক. সরকারি অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য কী? ১
খ. ব্যবসায় অর্থায়ন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আব্বাসের মত ব্যবসায়ীরা কীভাবে তাদের ব্যবসায়ে অর্থায়ন করতে পারে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. আব্বাসের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের জন্য কোন ধরনের অর্থায়ন যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণ।

খ অর্থায়ন হলো তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার সংক্রান্ত প্রক্রিয়া।
অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে ব্যবসায় অর্থায়ন। ব্যবসায় অর্থায়ন মূলত ব্যবসায়ের তহবিলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে। কোন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করলে ব্যয় কম হবে, আবার কোথায় কী পরিমাণ বিনিয়োগ করলে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যাবে ইত্যাদি ব্যবসায় অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়। আর এ কারণেই ব্যবসায় অর্থায়ন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে আব্বাসের মতো ব্যবসায়ীরা নিজস্ব তহবিল, ব্যক্তিগত ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে অর্থায়ন করতে পারে।
অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে বুঝায়। সাধারণত, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্বীয় মূলধন ও ঋণ উৎস ব্যবহার করে ব্যবসায়ে অর্থায়ন করতে পারে।
উদ্দীপকে আব্বাস বাড়ির কাছে একটি মুদির দোকান দেয়। অর্থাৎ সে একটি একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের জন্য নিজস্ব তহবিল, বন্ধু-বান্ধব, ধারে পণ্য ক্রয় করে তহবিল জোগাড় করতে পারে। এছাড়াও বর্তমানে বেশকিছু এনজিও এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ধরনের ব্যবসায়ে ঋণ দিয়ে থাকে, যেমন: গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, মাইসেডাস ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদি। সেখান থেকেও সে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ে অর্থায়ন করতে পারে। সুতরাং, উপরি-উক্ত উৎসগুলো হতে আব্বাসের মতো ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ে অর্থায়ন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে আব্বাসের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।
পাঁচ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে।
উদ্দীপকে আব্বাস তার বাড়ির কাছে একটি মুদির দোকান দেয়। কঠোর পরিশ্রম ও সততা দ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা করে তার প্রতিষ্ঠানকে সে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তাই সে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো সম্প্রসারণের কথা ভাবছে।
আব্বাস যেহেতু তার প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন সেহেতু তার পুঁজির আকারও বড় অঙ্কের হবে। কেননা ব্যবসায় স্থাপন, সম্প্রসারণ, জমি ক্রয় ইত্যাদি কাজে স্থায়ী ব্যয় হয়ে থাকে। তাই তার অর্থায়নটিও এমন হতে হবে যেন দীর্ঘ সময়কাল ধরে পরিশোধ করা যায়। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায়, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ করা আব্বাসের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব তামিমের ঢাকার নীলক্ষেতে একটি বইয়ের দোকান রয়েছে। তিনি প্রতিদিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন। এক্ষেত্রে তাকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া জনাব তামিমের দোকানের তুলনায় তার পাশের দোকানে ক্রেতার সমাগম বেশি। সে কারণে তার দোকানে বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

[হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. অর্থায়ন তহবিল কী নিয়ে কাজ করে? ১
খ. অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব তামিম তার দোকানের ব্যয় নির্বাহের সমস্যা কীভাবে সমাধান করতে পারেন বর্ণনা করো। ৩
ঘ. জনাব তামিমের প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন কোন পন্থাগুলো অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করো? সেগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে।

খ অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বলতে মূলত তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
অর্থায়ন সিদ্ধান্তের আওতায় তহবিল সংগ্রহের ভিন্ন উৎস নির্বাচন এবং এসব উৎসের সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করে অর্থায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সাধারণত চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে, আর স্থায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের তহবিল সংগ্রহ মালিকপক্ষের নিজস্ব পুঁজি ও বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের তহবিল সংগ্রহ করা হয়। এ পর্যায়ে মালিকপক্ষের প্রদত্ত মূলধনের উপর ভিত্তি করে মালিকপক্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ঋণের ওপর ভিত্তি করে ঋণের দায় বৃদ্ধি পায়। তাই কাম্য মূলধন রেশনিং-এর মাধ্যমে সঠিক অর্থায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি।

গ উদ্দীপকে জানব তামিম তার দোকানের উদ্বুদ্ধ সমস্যায় অর্থায়নের তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করে সমাধান পেতে পারেন।
তারল্য বলতে নগদ অর্থকে নির্দেশ করা হয়। নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। তারল্য ও মুনাফার ভারসাম্য বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানে যে নীতি বাস্তবায়ন করা হয় তাকে তারল্য ও মুনাফা নীতি বলে।
উদ্দীপকে জনাব তামিম একজন বইয়ের ব্যবসায়ী। প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিনি ব্যাংকে জমা রাখেন। অর্থাৎ তিনি বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকে বিনিয়োগ করেন, যা থেকে তিনি মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। তবে বিক্রয়কৃত সমুদয় অর্থ ব্যাংকে বিনিয়োগ করায় তার ব্যবসায়ের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তার ব্যবসায়ে তারল্য ঘাটতি সৃষ্টি হয়। এ তারল্য ঘাটতি সমাধানে তিনি বিক্রয়লব্ধ সমুদ অর্থ ব্যাংকে বিনিয়োগ না করে কিছু অর্থ দৈনন্দিন চলতি মূলধন হিসেবে রেখে বাকি অর্থ ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ তাকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ এবং বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে যা তার সমস্যা সমাধানে সহায়ক। তাই জনাব তামিম যদি তার দোকানের ব্যয় নির্বাহের সমস্যা নিরসনে উপযুক্ত কোনো পন্থা অনুসরণ করতে চান সে ক্ষেত্রে তারল্য ও মুনাফা নীতিই তার সহায়ক।

ঘ উদ্দীপকে জনাব তামিমের প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে কারবারের বৈচিত্র্যায়নের নীতি এবং তারল্য ও মুনাফার নীতি অবলম্বন করা উচিত বলে আমি মনে করি।
বিনিয়োগকারী তার সমুদয় অর্থ একটি খাতে বিনিয়োগ না করে একাধিক খাতে অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য সমাহারে বিনিয়োগ করে মোট ঝুঁকি হ্রাস করে প্রত্যাশিত মুনাফাকে নিশ্চিত করার সুযোগ পায় তাকে কারবারের বৈচিত্র্যায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন নীতি বলে।
উদ্দীপকে তামিম একজন বইয়ের ব্যবসায়ী। তার দোকানের তুলনায় পাশের দোকানের বিক্রির পরিমাণ বেশি এবং ক্রেতাদের ভিড়ও অধিক থাকে। এর প্রভাবে তার দোকানের বিক্রির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।
জনাব তামিম তার দোকানে নতুন পণ্যের সমাহার অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বই সংগ্রহ করতে পারেন, যা তার প্রতিষ্ঠানে ক্রেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও সেক্ষেত্রে এক ধরনের বই হতে

Scanned with CamScanner

বিক্রয়ের পরিমাণ কমে গেলেও সব ধরনের বইয়ের বিক্রির পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। এ থেকে তিনি মোট বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করে দোকানে এক ধরনের বইয়ের বিক্রয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ তার প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে কারবারের বৈচিত্র্যায়ন নীতি সহায়ক হবে। বৈচিত্র্যায়নের নীতির পাশাপাশি তিনি তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করে বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আয়কে বৃদ্ধি করতে পারেন। এক্ষেত্রে তার আয় পূর্বের তুলনায় দৃশ্যমান ভাবেই বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে জনাব তামিমের কারবারের বৈচিত্র্যায়ন নীতি এবং তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করা উচিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে তানিম একটি ফটোকপির দোকান চালু করে। সে কিছুদিন পরে ফোন ফ্যাক্সের পাশাপাশি ব্যালেন্স রিচার্জ সেবা চালু করে। ১ মাস পর তানিম কাগজ, কালি ও প্রিন্টার ক্রয়ের মাধ্যমে কম্পোজ ও প্রিন্টিং ব্যবসায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিল।

[আগ্রাবাদ সরকারি কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ক. কী থেকে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হয়? ১

খ. কোন অর্থায়ন অলাভজনক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ১ মাস পরের পণ্য ক্রয়ের জন্য কোন ধরনের মূলধন প্রয়োজন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. একই সাথে তিন ধরনের ব্যবসায় চালু করার সিদ্ধান্তটি কতটুকু যৌক্তিক? মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চুক্তি মোতাবেক ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

খ সরকারি অর্থায়ন সাধারণত অলাভজনক হয়।

সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য হলো সমাজকল্যাণ। এ ধরনের অর্থায়নে প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা হয়। সরকারি অর্থায়নের ব্যয় সাধরণত আয় অপেক্ষা বেশি হয়। মূলত সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের অর্থায়ন করা হয় বলে এটি অলাভজনক হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে ১ মাস পরের পণ্য ক্রয়ের জন্য তানিমের চলতি ও স্থায়ী উভয় প্রকার মূলধনের প্রয়োজন।

একটি প্রতিষ্ঠান সচল রাখার জন্য যে নিত্যনৈমিত্তিক অর্থের প্রয়োজন পড়ে তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমন: কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রদান ইত্যাদি। অন্যদিকে মেশিন ক্রয়, দালানকোঠা নির্মাণ ইত্যাদি হলো স্থায়ী মূলধন।

উদ্দীপকে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে তানিম একটি ফটোকপির দোকান চালু করে। তবে দোকান চালুর ১ মাস পর তানিম কাগজ, কালি ও প্রিন্টার ক্রয়ের মাধ্যমে কম্পোজ ও প্রিন্টিং ব্যবসায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে এক্ষেত্রে তানিমের কম্পোজ ও প্রিন্টিং ববসায়ে কাগজ ও কালি দৈনন্দিন ব্যবসায়িক খরচ। আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার খরচে সাধারণত চলতি মূলধন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া তানিমের ব্যবসায় যেহেতু প্রিন্টিং মেশিন ক্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে সেহেতু স্থায়ী মূলধনের সংস্থান প্রয়োজন। কারণ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতি অনুযায়ী স্থায়ী মূলধন ব্যবহার করা উচিত। তাই বলা যায়, ১ মাস পরের পণ্য ক্রয়ের জন্য তামিমের স্থায়ী ও চলতি উভয় মূলধনেরই প্রয়োজন রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে একই সাথে তিন ধরনের ব্যবসায় চালুর ক্ষেত্রে কারবারের পণ্য বৈচিত্র্যায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন নীতি সহায়ক হওয়ায় সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে তা একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার ফলে কারবারের সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস পাওয়াকে কারবারের বৈচিত্র্যায়ন ও ঝুঁকি বণ্টন নীতি বলে। ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা যত বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় ঝুঁকিও তত বেশি বণ্টিত হয় ও হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে তানিম চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একটি ফটোকপির ব্যবসায় চালু করে। তবে কিছুদিন পরে ফোন-ফ্যাক্সের পাশাপাশি ব্যালেন্স রিচার্জ সেবাও সে চালু করে। পরবর্তীতে ১ মাস পর কাগজ, কালি ও প্রিন্টার ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ে নতুন পণ্য অর্থাৎ কম্পোজ ও প্রিন্টিং সেবা সংযোজন করে। অর্থাৎ তানিম প্রথমে একটি পণ্য নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি তার প্রতিষ্ঠানে আরও দুই ধরনের পণ্যের সংযোজন ঘটান।

তানিমের ব্যবসায়ে নতুন পণ্য সংযোজনে পণ্য বৈচিত্র্যায়ন লক্ষণীয়। বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ী তার সমুদয় অর্থ একটি প্রকল্পে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে তাতে বিনিয়োগ ঝুঁকি অধিক থাকে, তবে বিনিয়োগকৃত অর্থকে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে তানিমের ব্যবসায়ে একাধিক পণ্যের সমন্বয় ঘটাতে তানিমের ব্যবসায়ে যদি একটি পণ্য হতে মুনাফার পরিমাণ কম বা লোকসান হয় তবে তিনি অন্য পণ্যের মুনাফা দিয়ে তা সমন্বয়ের সামর্থ্য রাখেন। অর্থাৎ পণ্য বৈচিত্র্যায়ন তার ব্যবসায়ের ঝুঁকিকে হ্রাস করে মুনাফা নিশ্চিতে সহায়ক। তাই বলা যায়, তিন ধরনের পণ্যের সমন্বয়ে ব্যবসায়ে ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ায় তানিমের সিদ্ধান্ত যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব ইশতিয়াক X কোম্পানির একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যবসায়ের অর্থায়নের জন্য দুই ধরনের খাত চিহ্নিত করেছেন। চলতি মূলধনের জন্য ঋণ ও নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আবার দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের জন্য ব্যাংক ও একটি লিজিং কোম্পানির নিকট দারস্থ হন।

[নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য কী? ১

খ. সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নের পার্থক্য কী? ২

গ. একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততার নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সমাজকল্যাণ।

খ নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে সরকার কোন কোন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করবে আর কোন কোন খাতে উক্ত উৎসসমূহ ব্যবহার করবে তার সিদ্ধান্তকে সরকারি অর্থায়ন বলে।

সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সমাজকল্যাণ করা। বেসরকারি অর্থায়ন মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত। সরকারি অর্থায়নে ব্যয়ের খাতকে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা হয়। আর বেসরকারি অর্থায়নে আয় অনুযায়ী ব্যয় করা হয়।

গ আয় সিদ্ধান্ত আর ব্যয় সিদ্ধান্তমূলক কাজে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক অনেক সময় ব্যয় করেন। আয় সিদ্ধান্তের অপর নাম অর্থায়ন সিদ্ধান্তকে। আর প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সিদ্ধান্ত বলতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে বোঝায়।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে অনেক কাজ সম্পাদন করতে হয়। আয় সিদ্ধান্ত বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত, ব্যয় সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত তার মাঝে অন্যতম দুটি কাজ। অর্থ সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিনিয়োগ, মুনাফা, বণ্টন, তহবিল ব্যবস্থাপনা সকল সহজ আর্থিক ব্যবস্থাপককে করতে হয়।

তহবিল সংগ্রহের কাজে জড়িত সিদ্ধান্তকে অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বলে। এর আওতায় তহবিল সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস নির্বাচন করে তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা হয়। সাধারণত চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্পমেয়াদি উৎস আর স্থায়ী ব্যয় মিটাতে দীর্ঘমেয়াদি উৎস ব্যবহার করা হয়। কোম্পানি এক্ষেত্রে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার বিক্রি করে তাদের

Scanned with CamScanner

অর্থায়ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগের কাজকে ব্যয় বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলা হয়। এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপক মূলধন বাজেটিং-এর পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। এছাড়াও একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে লভ্যাংশ সিদ্ধান্তসহ আরও অনেক কাজ করতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে জনাব ইশতিয়াক ব্যবসায় অর্থায়নে উপযুক্ততার নীতিটি ভালোভাবে সম্পাদন করেছেন।

উপযুক্ত উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগের কাজে জড়িত সিদ্ধান্তকে অর্থায়নে উপযুক্ততার নীতি বলে। স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে চলতি মূলধন এবং দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায়ের মূলধন কাঠামো তৈরি করাই মূলত অর্থায়নের উপযুক্ততার নীতির মূল প্রতিপাদ্য।

উদ্দীপকে জনাব ইশতিয়াক X কোম্পানির একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক। চলতি মূলধনের জন্য ব্যবসায় ঋণ ও নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আবার দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের জন্য ব্যাংক ও একটি লিজিং কোম্পানির দারস্থ হন। এতে করে তিনি খুব সুন্দরভাবে উপযুক্ততার নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

একটি ব্যবসায় গতিশীল রাখার জন্য দুই ধরনের ব্যয় করতে হয় চলতি ব্যয় ও স্থায়ী ব্যয়। স্বল্পসময়ের জন্য যে অর্থায়ন দরকার তা হলো চলতি ব্যয়। দীর্ঘমেয়াদের জন্য ব্যয়িত অর্থ স্থায়ী ব্যয়। পণ্য ক্রয় চলতি ব্যয়ের উদাহরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় স্থায়ী ব্যয়ের উদাহরণ। চলতি ব্যয়ের স্থায়িত্বকাল স্বল্পসময় বলে এটি স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে করা হয়। আর স্থায়ী ব্যয় করা হয় দীর্ঘসময়ের জন্য, তাই এটি দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়, যা উপযুক্ততার নীতি নামে পরিচিত। উদ্দীপকে জনাব ইশতিয়াক X কোম্পানির ক্ষেত্রে উক্ত নীতির যথার্থ প্রয়োগ করেছেন। তিনি চলতি ব্যয় ব্যবসায় ঋণ দ্বারা আর স্থায়ী ব্যয় ব্যাংক ঋণ দ্বারা অর্থায়ন করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র মামুন বাসে করে ক্যাম্পাসে যাচ্ছে। হঠাৎ পাশের সিটে বসা দুজন লোকের কথোপকথন লক্ষ করল মামুন। তারা সঠিক তথ্য না জেনেই যখন বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে কথা বলছে, তখন মামুন তাদের উদ্দেশ্য করে বলে, বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ। প্রতিবছরই এদেশে বাণিজ্য ঘাটতি থাকে। তবে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স এ ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[এইচ. এম. পি উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

ক. চলতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কী? ১

খ. এতিমখানা মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দেশটিতে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের দেশটির বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবিলায় মামুনের বক্তব্য যথার্থই বটে'— উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনার জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে চলতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বলে।

খ এতিমখানা একটি মানবকল্যাণধর্মী অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান।

এতিমখানা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি মানবকল্যাণে এবং দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এতিম শিশুদের বিনামূল্যে খাওয়া-দাওয়া এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেয়। এর জন্য এতিমখানা বিভিন্ন অনুদান বা চাঁদা নিয়ে সুদবিহীন অর্থায়ন করে। আর এটি মুনাফা অর্জনের জন্য কোনো ধরনের বিনিয়োগ করে না বিধায় এটি মুনাফাভিত্তিক নয়।

গ উদ্দীপকে দেশটি অর্থাৎ বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির কারণ হলো রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি।

আন্তর্জাতিক অর্থায়নে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। কোনো দেশের আমদানি এবং রপ্তানি বিশ্লেষণ করে ঐ দেশে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত না বাণিজ্য ঘাটতি আছে তা নির্ণয় করা হয়।

উদ্দীপকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র মামুন বাসে করে ক্যাম্পাসে যাচ্ছে। হঠাৎ মামুন খেয়াল করল তার পাশে দুইজন লোক সঠিক তথ্য না জেনেই আমদানি-রপ্তানি এবং বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে কথা বলছে। তখন মামুন তাদের উদ্দেশ্যে বলে, বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ। সে আরও বলে, বাংলাদেশে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হবার কারণে এ দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্য ঘাটতি থাকে। রপ্তানি থেকে আমদানি বাদ দিলে নিট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। এ মান ঋণাত্মক হলেই বাণিজ্য ঘাটতি ধরে নেয়া হয়। যেটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, আমদানি রপ্তানির তুলনায় বেশি হওয়ার কারণেই বাংলাদেশে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবিলা করতে মামুনের বক্তব্য যথার্থই-এর সাথে আমি একমত।

কোনো দেশের আমদানি রপ্তানির তুলনায় বেশি হলে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিলে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের মাধ্যমে তা মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়।

উদ্দীপকে মামুন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। বাসে যাওয়ার সময় সে খেয়াল করে দুইজন লোক বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে কথা বলছে, তবে ভুল তথ্য দিয়ে। মামুন তাদের উদ্দেশ্যে সঠিক তথ্যটি তুলে ধরে। মামুন বলে বাংলাদেশ মূলত আমদানি নির্ভর দেশ। খাদ্যসামগ্রী, কাঁচামাল, পেট্রোলিয়াম, ইত্যাদি বাংলাদেশকে আমদানি করতে হয়। আর আমদানি রপ্তানির তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে বাংলাদেশে বাণিজ্য ঘাটতি থাকে। সেটি মোকাবিলার জন্য বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্স বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের জন্য মামুনের কথা অনুযায়ী প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স আসলেই বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করে তা সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের রপ্তানি আমদানির তুলনায় কম। এর অর্থ হলো বাংলাদেশ রপ্তানি করার মাধ্যমে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে আমদানি করার মাধ্যমে তার চেয়ে বেশি মুদ্রা ব্যয় করে। ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার এক ধরনের ঘাটতি থাকে। এটিই মূলত বাণিজ্য ঘাটতি। প্রবাসীরা যে রেমিটেন্স পাঠান বাইরে থেকে সেটি পাঠান বৈদেশিক মুদ্রায়। ফলে বাংলাদেশের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হয় সেটি কিছুটা হলেও পূরণ হয়। আর এভাবেই মামুনের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে অবদান রাখে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স।

প্রশ্ন ▶ ২৯ নতুন একটি ব্যবসায় শুরু করার জন্য রাজিব সাহেব তার পুরাতন স্টেশনারি মালামালসহ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাতে অর্থসংকুলান না হওয়ায় তিনি BDBL থেকে ঋণ নিলেন।

[আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার]

ক. পারিবারিক অর্থায়ন কী? ১

খ. ব্যবসায়ের মূল চালিকাশক্তি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাজিব সাহেব কোন ধরনের অর্থায়নের সাথে জড়িত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. নতুন ব্যবসায় স্থাপনে রাজিব সাহেবের BDBL থেকে ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবারের জন্য পরিকল্পনামাফিক উৎস নির্ধারণ ও তার ব্যবহারকেই পারিবারিক অর্থায়ন বলে।

Scanned with CamScanner